রামোপাখ্যান

তুলসীদাসকৃত হিন্দী রামায়ণ গ্রন্থ হইতে
সার সঙ্কলিত।

শ্রীউমাচরণ দে কর্ত্তৃক
বঙ্গভাষায় লিখিত।

প্রথম খণ্ড।

কলিকাতা।

বাহির মির্জ্জাপুর,
বিদ্যারত্ন যন্ত্রে মুদ্রিত।

সংবৎ ১৯১৩।

মূল্য—৷৷০ আট আনা।

বিজ্ঞাপন।

যে সকল মহাশয়েরা স্বাক্ষর পুস্তকে নামাঙ্কন করেন নাই অথচ বঙ্গভাষা সমালোচনে সমধিক সমুৎসুক তাঁহাদিগের নিকটেও ইহার এক এক খণ্ড প্রেরিত হইল। ভরসা করি পুস্তকগ্রহণ দ্বারা সাহায্য-দানে কৃপণতা করিবেন না।

যে সকল বিদেশীয় গ্রাহক মহোদয়গণের নিকট পুস্তক প্রেরিত হইল, মূল্য প্রেরণের সুবিধা জন্য তাঁহারা অনুকম্পা প্রদর্শন পূর্ব্বক পত্রমধ্যে ডাকষ্টাম্প পাঠাইলেই সর্ব্বাংশ প্রকারে সুবিধা হইবেক।

এই পুস্তক বাতির মির্জ্জাপুরস্থ বিদ্যারত্ন যন্ত্রে, কলেজ ষ্ট্রীটস্থ আর, এম, বসুর পুস্তকালয়ে, জোড়াসাঁকোস্থ তত্ত্ববোধিনী সভার পুস্তকালয়ে পটলডাঙ্গাস্থ বাঙ্গালা পুস্তকালয়ে, এবং বরাহনগরস্থ আমার ঔষধালয়ে প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

শ্রীউমাচরণ দে।

বিজ্ঞাপন।

আমি প্রায় তিন চারি বৎসর হইল তুলসীদাস গোস্বামীকৃত সুপ্রসিদ্ধ হিন্দী রামায়ণ গ্রন্থের শ্রবণ-মনোহর রচনা পাঠে মোহিত হইয়া ঐ গ্রন্থের কিয়-দংশের অনুবাদ করিয়াছিলাম। কিন্তু সাধারণের পাঠযোগ্য হইবে কি না, এই ভয়ে এত দিন মুদ্রিত করিয়া প্রচার করিতে সাহস করি নাই। এক্ষণে কোন কোন বান্ধবের অনুরোধ পরতন্ত্র হইয়া সংস্কৃত কালেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহা-শয়কে এই অনুবাদ দেখাইলে, তিনি মুদ্রাঙ্কনে অনু-মতি দান করেন, এবং সাতিশয় পরিশ্রম স্বীকার পূর্ব্বক সংশোধন করিয়া দিয়াছেন বলিয়াই, আমি এই পুস্তক প্রচারে সাহসী হইয়াছি।

ইহা ঐ রামায়ণের অবিকল অনুবাদ নহে। ইহাতে কেবল উপাখ্যান ভাগমাত্র পরিগৃহীত হইয়াছে। অপ্রাসঙ্গিক ও অসম্ভব বর্ণনা সকল একেবারেই পরি-ত্যাগ করা গিয়াছে। যে যে স্থানে নীতি-বিষয়ক বাক্যের কেবল উল্লেখমাত্র ছিল, সেই সেই স্থানে সবিস্তর লিখিত হইয়াছে।

তুলসীদাস, স্বীয় পুস্তকে যুগল-পদ-প্রয়োগ করাতে ঐ গ্রন্থের যেরূপ মনোহারিতা ও সুশ্রাব্যতা সম্পাদিত হইয়াছে, এই অনুবাদে তাহার কিছুই সাদৃশ্য সন্নিবেশিত করিতে পারি নাই। তজ্জন্য সাধারণের নিকট ক্ষুভিতচিত্তে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। এক্ষণে কেবল প্রথমখণ্ড মুদ্রিত ও প্রচারিত হইল। যদি সাধারণের পাঠযোগ্য হয়, তবে ভবিষ্যতে ক্রমে ক্রমে সমুদয়াংশ মুদ্রিত করিয়া প্রচারিত করিব ইতি।

শ্রীউমাচরণ দে।

পাইকপাড়া।
সন ১২৬৬ সাল
১৫ আষাঢ়।

রামোপাখ্যান।

সূর্য্যবংশীয়* রাজা দশরথ অত্যন্ত নীতি-বিশারদ, ধর্ম্মপরায়ণ এবং প্রজারঞ্জন ছিলেন। তাঁহার রাজধানী অযোধ্যা। কৌশল্যা, কেকয়ী, এবং সুমিত্রা নামে তাঁহার তিন মহিষী ছিলেন; তন্মধ্যে তিনি কেকয়ীর অত্যন্ত বশীভূত ছিলেন। কৌশল্যার গর্ব্ভে রামচন্দ্র, কেকয়ীর গর্ব্ভে ভরত, এবং সুমিত্রার গর্ব্ভে লক্ষ্মণ, ও শত্রুঘ্ন এই চারি পুত্র জম্মে। ইহাঁরা স্বভাবতই অতি শান্ত-স্বভাব ছিলেন, এবং কালসহকারে বিদ্যা-নুশীলন ও নীতিপরতা দ্বারা আরো সুশীল হই-

* এই বংশের আদিপুরুষ কশ্যপ, কশ্যপের পুত্র ভাস্কর, ভাস্করের পুত্র মনু, মনুর পুত্র ইক্ষ্বাকু, ইক্ষ্বাকুর পুত্র ককুৎস্থ, ককুৎস্থের পুত্র রঘু. রঘুর পুত্র অজ, এবং অজের পুত্র দশরথ হয়েন। কিন্তু ভাস্কর, ইক্ষ্বাকু এবং রঘু এই তিন মহাত্মা সর্ব্বাংশেই সকল বিষয়ে বিশেষ সুখ্যাতি ভাজন হওয়াতে বংশ প্রবর্ত্তক হইয়াছিলেন; তজ্জন্যই ইহাঁদিগের নামানুসারে এই বংশীয় রাজাদিগকে সূর্য্যবংশীয়, রঘুবংশীয়, ও ইক্ষ্বাকু বংশীয় বলে।

য়াছিলেন। তাঁহাদের সর্ব্বজ্যেষ্ঠ রামচন্দ্র রমণীয় গুণগ্রাম দ্বারা সকলেরি বিশেষ প্রিয়পাত্র হন। তিনি বাল্যাবস্থাতেই যুদ্ধবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী হইয়া উঠেন। বিশেষতঃ তিনি পিতৃভক্তির যেরূপ পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন, তাহাতে আরো বিশেষ বিখ্যাত হন। রাজা, পুত্রগণের এতদ্রূপ সদ্ব্যবহার জন্য সাতিশয় প্রীত ছিলেন, ক্ষণমাত্রও তাঁহাদিগকে নয়নপথের অন্তর করিতেন না।

কিয়দ্দিন পরে বিশ্বামিত্র মুনি রামচন্দ্রের ধনুর্বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শিতা শ্রবণ করিয়া দুরাত্মা সুবাহু এবং দুর্ব্বৃত্তা তাড়কা রাক্ষসীর প্রাণবধ সম্পাদন জন্য রামের সাহায্য প্রার্থনায় রাজা দশরথের নিকট উপস্থিত হইলেন। রাজা, বিশ্বামিত্র মুনিকে সমাগত দেখিয়া যথোচিত অভ্যর্থনা করণানন্তর কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। মুনি কহিলেন, রাজন্! আমরা এক্ষণে অসুর-সমূহের দৌরাত্ম্যে, বিশেষতঃ দুরাত্মা সুবাহু ও দুষ্টা তাড়কা রাক্ষসীর অত্যাচারে অত্যন্ত প্রপীড়িত হইয়াছি; আমাদিগের নিত্য

নৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপ; যাগ, যজ্ঞ প্রভৃতি আর কিছুই সম্পন্ন হয় না, উহারা বহুবিধ অত্যাচার পূর্ব্বক যজ্ঞীয় হব্যাদি অপহরণ করিয়া যজ্ঞ নষ্ট করে। অতএব আমি প্রার্থনা করিতেছি, আপনকার বহুগুণ-সম্পন্ন অদ্বিতীয় ধনুর্দ্ধর রাম লক্ষ্মণকে কিয়দ্দিনের নিমিত্ত আমাকে প্রদান করুন। আমি অসুরগণের মৃত্যু-সাধন করিয়া অতি ত্বরায় আপনাকে রাম লক্ষ্মণ প্রত্যর্পণ করিব। রাজা, মুনির এই অতি অপ্রিয় বাক্য শ্রবণ করিয়া সাতিশয় দুঃখিত হইলেন। তিনি এক ক্ষণও সন্তানগণের অদর্শন জন্য ক্লেশ সহ্য করিতে পারিতেন না, সুতরাং মুনির এতদ্রূপ অনুচিত প্রার্থনায় মনে মনে নিতান্ত অসন্তুষ্ট হইয়াও উগ্রস্বভাব মুনির অবমাননা-ভয়ে অগত্যা তাঁহার হস্তে প্রাণ-সম রাম লক্ষ্মণ সমর্পণ করিয়া মৃতপ্রায় হইয়া রহিলেন।

রাম লক্ষ্মণ, পিতার অনুমতিক্রমে বিশ্বামিত্রের সমভিব্যাহারে তাঁহার আশ্রমে উপস্থিত হইয়া দুরাত্মা সুবাহু ও দুর্ব্বৃত্তা তাড়কা

রাক্ষসীর প্রাণ-বধ করিলেন। অনন্তর তথায় শুনিলেন; মিথিলাধিপতি জনক রাজা স্বীয় তনয়া জানকীর* স্বয়ম্বরের আড়ম্বর করিয়াছেন; এবং এক ধনু স্থাপন করিয়া এই পণ করিয়াছেন "যে ব্যক্তি স্বশক্তিতে এই ধনুর্ভঙ্গ করিতে পারিবেন তাঁহাকেই কন্যা সম্প্রদান করিবেন।" এই বৃত্তান্ত শ্রবণে তাঁহারা সাতিশয় কৌতুকাবিষ্ট হইয়া মুনিবর সহিত মিথিলানগর যাত্রা করিলেন। মিথিলাধিপতি, বিশ্বামিত্র মুনির আগমন বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া অবিলম্বেই পারিষদ্বর্গ-পরিবেষ্টিত হইয়া তাঁহার সম্বর্দ্ধনার্থ অগ্রসর হইলেন। অনন্তর তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভে পুলকিত হইয়া যথাবিধি সম্ভাষণ করিয়া পরম সমাদরে তাঁহাদিগকে নিজ নিকেতনে আনয়ন করিলেন।

জনকরাজা, অতি নম্রস্বভাব রাম লক্ষ্মণকে অবলোকন করিয়া জিজ্ঞাসিলেন মহর্ষে। এই যে দুইটী পরম সুন্দর বালক দেখিতেছি; ইহাঁরা কোন্ কুলাবতংশ? কাহার পুত্র? নাম

* ইহাঁর আর এক নাম সীতা।

কি? বলুন। আমি ইহাঁদিগের পরমাদ্ভুত রূপ লাবণ্য দৃষ্টে বিমুগ্ধ হইয়াছি। মুনি কহিলেন, মহারাজ! ইহাঁরা সূর্য্যকুলাবতংশ; অযোধ্যার অধিপতি রাজা দশরথের পুত্র। এই যে নব-দূর্ব্বাদল-শ্যামবর্ণ বালক দেখিতেছেন; ইহাঁর নাম রামচন্দ্র, আর এই গৌরবর্ণ বালকের নাম লক্ষ্মণ। ইহাঁরা ধনুর্ব্বিদ্যায় অদ্বিতীয় পণ্ডিত, একারণ আমি অসুর-বিনাশ-জন্য নৃপতির নিকটে প্রার্থনা করিয়া কিয়দ্দিবসের নিমিত্ত আনয়ন করিয়াছিলাম। দুরাত্মগণের প্রাণবধ পূর্ব্বক আমার যজ্ঞ রক্ষা করিয়া স্বরাজ্যে প্রতি-গমন করিতেছিলেন; আপনকার ধনুর্যজ্ঞ শুনিয়া কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া দর্শনার্থ এস্থানে আগমন করিলেন। রাজা, বালক-দ্বয়ের পরিচয় প্রাপ্তে পরম আনন্দিত হইলেন; এবং তাঁহাদিগের উপযুক্ত বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিয়া, বহুবিধ সুখদ সুস্বাদ দ্রব্যাদি উপভোগার্থ তথায় প্রেরণ করিলেন। তাঁহারা তৎসম্ভোগে পরম পরিতৃপ্ত হইলেন।

পরদিন পরাহ্ণ সময়ে রামলক্ষ্মণ মুনির আজ্ঞা

লইয়া নগর ভ্রমণে গমন করিলে, পুরবাসিরা তাঁহাদিগের লোকাতীত সৌন্দর্য্য সন্দর্শনে চিত্রার্পিতের ন্যায় একদৃষ্টে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তন্মধ্যে পুরবাসিনী এক রমণী অপর এক রমণীর প্রতি কহিলেন; সখি! এই যে দুটী মনোহর ভুবনমোহন বালক দেখিতেছি, ইহাঁরা কে? কোথা হইতে আইলেন? কোন্ কুল এবং কোন্ রমণীর গর্ব্ভ পবিত্র করিয়াছেন? ইহাঁদিগের বাড়ী কোথায়? সখি! বোধ হয়, যেন ইহাঁরা দুটী ভাই। আহা! কি অপরূপ রূপই ধারণ করিয়াছেন। ইঁহাদিগের রূপে আমাদের মিথিলাভবন আলোকময় করিয়াছে। তিনি কহিলেন, সখি! জান না, ঐ যে শ্যামবর্ণ মন-নয়ন-তৃপ্তিকর বালক দেখিতেছ; উঁহার নাম রামচন্দ্র, দশরথ-রাজার মহিষী কৌশল্যার গর্ব্ভ পবিত্র-কর এবং মারীচ, সুবাহু প্রভৃতি রাক্ষস-গণের মদ-মোচন-কর। আর ঐ যে তপ্ত কাঞ্চ-নের ন্যায় গৌরবর্ণ বালক, রামের পশ্চাৎ ঈষৎ হাস্য বদনে ধনুর্ব্বাণ হস্তে ধীরে ধীরে গমন করিতেছেন; উহার নাম লক্ষ্মণ, রামের অনুজ।

উনি সুমিত্রার গর্ব্ভকে ধন্য করিয়াছেন। ইহাঁ-দিগের বাড়ী অযোধ্যায়। শুনিয়াছি, বিশ্বামিত্র মুনির যজ্ঞ রক্ষার্থ আগমন করিয়াছিলেন; বোধ হয় আমাদের জনক রাজার ধনুর্যজ্ঞ দেখিতে আসিয়াছেন।

অনন্তর সীতার এক সহচরী অন্য এক সহ-চরীকে সম্বোধিয়া কহিতে লাগিল, দেখ সখি! এই নব-দূর্ব্বাদল-শ্যামবর্ণ বালক, যদি আমাদের স্বর্ণ-লতিকা-সম জানকীর পতি হন; তবে কি মনোরম শোভাই হয়। কিন্তু রাজা যে কঠোর ধনুর্ভঙ্গ পণ করিয়াছেন, তাহাতে যে এই অভি-লাষ পূর্ণ হইবে, কোনরূপেই এরূপ বোধ হয় না; যেহেতু এই সুকুমার কুমারের সুকোমল হস্ত কখনই কমঠ-পৃষ্ঠ-তুল্য কঠোর ধনুক ভঙ্গ করিতে সমর্থ হইবে না।

অনন্তর রাম লক্ষ্মণ ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে নগরের পূর্ব্বদিকে ধনুর্যজ্ঞ স্থানে উপনীত হইলেন। অত্যুন্নত, রত্নমণ্ডিত, সুবি-স্তীর্ণ যজ্ঞ ভূমির মনোহর শোভা সন্দর্শনে তাঁহারা পরম প্রীত হইলেন; এবং নর নারী

ও রাজগণের যথাযোগ্য স্থানে উপবেশন করিয়া অবাধে যজ্ঞ দর্শনের সদুপায় দৃষ্টে, শিল্প নৈপুণ্যের সাতিশয় প্রশংসা করিতে লাগিলেন। পুরদর্শনে রাম লক্ষ্মণকে প্রীতমনা দেখিয়া, কোন পুরবাসী বালক যজ্ঞ স্থান বিশেষ করিয়া দেখাইবার মানসে মৃদু মধুর বচনে কহিল, মহাশয়! ঐ দেখুন, মধ্যস্থানে স্বর্ণ-মণ্ডিত প্রবাল-বিখচিত, অত্যুন্নত, উজ্জ্বল সিংহা-সন সকল রাজগণোপবেশন জন্য সংস্থাপিত হইয়াছে। তৎপশ্চাতে দেখুন, স্ফাটিকমণি বিনির্ম্মিত বিমল বিশুদ্ধ সিংহাসন সকল ভূদেব-গণের নিমিত্ত সুরক্ষিত হইয়াছে। তৎপশ্চাতে যে সকল চিত্র বিচিত্র অত্যাশ্চর্য্য মনোরম সিংহাসন দেখিতেছেন; উহার প্রথম শ্রেণিস্থ সিংহাসনে রাজপুত্রগণ, দ্বিতীয় শ্রেণিস্থ সিংহা-সনে মন্ত্রিগণ, এবং অবশিষ্ট আসন সকলে অপরা-পর ব্যক্তিগণ উপযুক্ত সম্মানানুসারে উপবেশন করিবেন। এবং সর্ব্বোপরি চিত্রিত যবনিকা দ্বারা আবৃত যে রমণীয় স্থান অবলোকন করিতেছেন; উহা রমণীদিগের জন্য নির্ম্মিত হইয়াছে।

প্রদোষকাল আগত হইলে রাম লক্ষ্মণ, সায়ংসন্ধ্যা সমুপস্থিত জানিয়া, নগর হইতে প্রত্যাগমন করিলেন ; এবং সভয় সপ্রেম ও অতি বিনীতভাবে সঙ্কুচিত হৃদয়ে মুনির চরণ বন্দনানন্তর করপুটে দণ্ডায়মান রহিলেন। মুনিবর কহিলেন ; এত বিলম্ব হইল কেন? যাও, এক্ষণে সায়ংকাল উপস্থিত, যথাবিধি সন্ধ্যা-বন্দনাদি করিয়া আহারাদি সমাপনান্তে ত্বরায় এস্থানে আইস। রাম লক্ষ্মণ, মুনির আদেশানুরূপ ক্রিয়া সমাপ্ত করিয়া অনতিবিলম্বে মুনিবর সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া যথোচিত সম্বর্দ্ধনান্তে নিকটে উপবেশন করিলেন। তৎকালে মুনিবর নানা প্রকার পুরাবৃত্তেতিহাস ও সৎ নীতির সমালোচনে প্রবৃত্ত হইয়া কহিলেন ; হে প্রিয়-দর্শন! এই পৃথিবীমণ্ডলে যে সকল মানবেরা ক্ষণবিনশ্বর পাঞ্চভৌতিক নরদেহ ধারণ করিয়া জ্ঞান, ধর্ম্ম সমুপার্জনে সমধিক যত্নবান্ না হয়, তাহাদিগের বৃথা জন্ম। যে সকল মানবেরা দীনের প্রতি দয়া, পরোপকারে যত্ন, এবং পর-পীড়নে ঘৃণা না করে, তাহারা

নরাধম। যে সকল মানবেরা পরমোপকারী পিতা মাতার ও গুরুজনের শুশ্রূষা না করে, তাহাদিগের মুখাবলোকন করিতে নাই; যেহেতু তাহারা অকৃতজ্ঞ। যে সকল মানবেরা ইন্দ্রিয়ের বশবর্ত্তি হইয়া বিবিধ কুক্রিয়ায় লিপ্ত হয়, তাহারা মনুষ্যপদের বাচ্য নহে; কারণ তাহাদিগের হিতাহিত কিছুই বোধ নাই। যে সকল মানবেরা ভূপতির পদ পরিগ্রহ পূর্ব্বক প্রজার দুঃখমোচনে যত্ন না করিয়া; কেবল করসংগ্রহে ও ইন্দ্রিয়োপভোগে যত্নবান্ হয়; তাহাদিগের অপেক্ষা পরধনাপহারক দস্যু আর দ্বিতীয় নাই। দস্যুরা লুক্কায়িত ভাবে পরধন অপহরণ করে, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত প্রকার নরপতিরা প্রকাশ্যরূপে কররূপচ্ছলে প্রজার ধন অপহরণ করে, কেবল এই মাত্র প্রভেদ। যে সকল মানবেরা সত্য কথনচ্ছলে কপট বাক্য বলে, বা সত্য ব্যবহার স্থলে কপট ব্যবহার করে, তাহাদিগের অপেক্ষা বিশ্বাসঘাতক আর কুত্রাপি নাই। অতএব হে চারুদর্শ রামচন্দ্র! সকলেরি জ্ঞান, ধর্ম্ম, মনুষ্যার্জনে সম্যক্রূপে যত্নশীল হওয়া; দীনের প্রতি

দয়া করা; পরোপকারে কায়মনোবাক্যে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। এবং পরপীড়নে একান্তমনে নিবৃত্ত হওয়া কর্ত্তব্য। যেহেতু পরের উপকার পুণ্য এবং পরের অপকার পাপ হয়। আর পিতা মাতার আজ্ঞানুবর্ত্তি থাকা, এবং তাঁহাদিগের শুশ্রূষাতে সাতিশয় সমুৎসুক হওয়া বিশেষ আবশ্যক। কারণ কেবল তাঁহাদিগেরই অসীম যত্নে মানবেরা জীবন প্রাপ্ত হয়। তদ্ব্যাতিরেকে এ সংসারে জীবন ধারণ করা নিতান্ত দুষ্কর। এবং গুরুজনের প্রতি ভক্তিমান্ থাকা বিধেয়। যেহেতু তাঁহাদিগেরই সদুপদেশে মানবেরা যথার্থ মানবপদের বাচ্য হয়। এবং কামক্রোধাদি রিপুকুলকে স্ববশে রাখা শ্রেয়ঃ, নতুবা তাহাদিগের বশীভূত হইলে একেবারে প্রজ্ঞাশূন্য হইতে হয়। আর রাজ্যপদাভিষিক্ত ব্যক্তিগণের প্রজাদিগের সুখ দুঃখের প্রতি সমধিক দৃষ্টি রাখা, এবং যে যে নিয়মে প্রজাদিগের দুঃখোৎপত্তি হয়, তাহা অবশ্য নিবারণ করা কর্ত্তব্য; না করিলে কোন মতেই রাজধর্ম্ম রক্ষা হয় না। আর অধিক কি কহিব, অকপট

সত্য ব্যবহার এই সংসারমধ্যে সার পদার্থ; অতএব তদনুষ্ঠানে বিশেষ মনোযোগী হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। এবম্বিধ বহুবিধ সৎকথান্তে মুনিবর শয়ন করিলে; রাম, অনুজ-সহিত অনতিগৌণে নিদ্রাভিভূত হইলেন।

অনন্তর ভ্রাতৃদ্বয় প্রত্যূষকালে গাত্রোত্থান করিয়া প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিলেন। পরে মুনির সদনে সমাগত হইলে, মুনিবর কহিলেন; রাম! তুমি বিজ্ঞাত আছ; আমি অন্যদীয় হস্তো-ত্তোলিত পুষ্প দেবার্চ্চনার্থ গ্রহণ করি না। কিন্তু তোমাদিগের আনীত পুষ্প গ্রহণ করিতে পারি। অতএব তোমরা থাকিতে আমার পুষ্প-চয়নে যাওয়া ভাল দেখায় না। একারণ আজ্ঞা দিতেছি; এই নিকটস্থ জনকরাজার রম্যকানন হইতে কিঞ্চিৎ পুষ্প আনয়ন কর, দেবার্চ্চন করিব। যদি কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করে, তবে বলিও বিশ্বামিত্রের জন্য পুষ্প-চয়ন করিতেছি; এবং নিবারণ করিলে প্রত্যাগমন করিও, দ্বন্দের প্রয়োজন নাই। রাম লক্ষ্মণ, মুনির আদেশানু-সারে জনকোদ্যানে প্রবিষ্ট হইয়া, উদ্যানের

মনোহর শোভা সন্দর্শনে সাতিশয় সুখানুভব করিতে লাগিলেন। পরে ইতস্ততঃ ভ্রমণে প্রবৃত্ত হইয়া, কোন স্থানে অবলোকন করিলেন; নানাবিধ বৃক্ষজাতি শ্রেণিপূর্ব্বক রোপিত রহিয়াছে। কোথাও দেখিলেন, নানা প্রকার পুষ্পবাটিকাতে যূথী, জাতি, মল্লিকা, গোলাপ প্রভৃতি পুষ্প-সমূহ প্রস্ফুটিত হইয়াছে। মহোচ্চ বৃক্ষোপরি মালতীলতা, মাধবীলতা উত্থিত হইয়া আশ্চর্য্য শোভা সম্পাদন করিতেছে। জলে স্থলে শ্বেত, পীত, নীল, লোহিত বর্ণের কমল-সমূহ প্রস্ফুটিত হইয়া রহিয়াছে। তাহাদিগের অতিমাত্র সৌরভে উদ্যান আমোদিত করিয়াছে। এবং তাহাতে মধুমক্ষিকা ও ভ্রমর ভ্রমণ করিতেছে। স্থানান্তরে দর্শন করিলেন; আম্র জাম প্রভৃতি বৃক্ষ সকল নবপল্লবে ও মুকুলে বিভূষিত হইয়াছে; এবং তাহাতে শুক, সারিকা, কোকিল প্রভৃতি বিহঙ্গগণ সুখে উপবেশন করিয়া নিজ নিজ শব্দ করিতেছে। তাহাদিগের এই হৃদয়-তৃপ্তিকর সুমধুর সুস্বর শ্রবণ করিলে সন্তাপিত হৃদয়ও সুশীতল হয়। পরে

দেখিলেন উদ্যানের মধ্যস্থলে এক অত্যুচ্চ অট্টালিকা ও তচ্চতুষ্পার্শ্বের সোপান শ্বেত-প্রস্তর দ্বারা রচিত রহিয়াছে। অনতিদূরেই এক সুচারু পুষ্করিণী ও তাহার চারিধার মনোহররূপে সুসজ্জীভূত হইয়াছে; এবং তাহাতে হংস, সারস, চক্রবাক প্রভৃতি জলবিহগগণ মনের সুখে জলকেলি করিতেছে। আরো দেখিলেন, ঐ পুষ্করিণীর চতুর্দ্দিকে ধবল-গিরি সদৃশ চারি মঙ্গলালয়ে চারি শ্বেত-মঙ্গল-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে।

রাম লক্ষ্মণ ভ্রাতৃদ্বয়, এবম্প্রকার বহুপ্রকার শোভা সন্দর্শন ও মনোমত পুষ্প ফল চয়ন করিতেছেন; এমত কালে জনক-নন্দিনী জানকী শিব পূজার্থে মাতৃ আজ্ঞানুসারে সখীগণ পরিবেষ্টিতা হইয়া, বিদ্যুল্লতিকার ন্যায় উদ্যান মধ্যে উদয় হইলেন। জানকী, সখীগণ সহিত স্নান-ক্রিয়া সমাপনান্তে যথাবিধি শিবার্চ্চনা করিয়া কহিলেন; হে মঙ্গলবিধাতঃ! আমি তোমার নিকট এই বর প্রার্থনা করি, যে যেন মনোমত পতি পাই। পতি দুঃখী হউন

তাহাতে কিছু হানি নাই; কিন্তু কোন দোষে দূষিত না হন। সমুদয় লোকেই যেন তাঁহার গুণানুকীর্ত্তন করে। হে হর সর্ব্ব-কাম-প্রদ! আমার এই মনস্কামনা পরিপূর্ণ কর। জানকী, এইরূপে শিবার্চ্চনা করিতেছেন; এমত কালে তাঁহার এক সহচরী, যিনি উদ্যান ভ্রমণে গমন করিয়াছিলেন, তিনি রাম লক্ষ্মণ দৃষ্টে অতি-মাত্র পুলকিত ও লোমাঞ্চিত কলেবর হইয়া সীতার নিকটে প্রত্যাগমন করিলেন। তাহার এইরূপ হর্ষোৎফুল্ল লোমাঞ্চিত কলেবর দৃষ্টে অপরাপর সখীগণ জিজ্ঞাসিলেন, সখি! তোমার এতাদৃশ হর্ষের কারণ কি বল? তিনি কহিলেন, প্রিয় সখীগণ! বলি শুন; এই উদ্যান মধ্যে একটী শ্যামবর্ণ ও আর একটী গৌরবর্ণ বালক ভ্রমণ করিতেছেন। দেখিলাম, তাঁহারা কতক-গুলিন ফল ও পুষ্প চয়ন করিয়াছেন। আমি তাঁহাদিগের মনোমোহন রূপ দর্শনে বিমুগ্ধা হইয়াছি। আমি এমন রূপ কখন দেখিও নাই, শুনিও নাই। তোমরা যদি দেখবে তো শীঘ্র এসো। এতদ্বাক্য শ্রবণ মাত্রেই অপর এক সহ-

চরী কহিল, সখি! আমিও শুনিয়াছি; গত কল্য নাকি বিশ্বামিত্র মুনির সঙ্গে দুটী বালক আসিয়াছেন। তাঁহাদিগের মনোহররূপ দর্শনে সমস্ত পুরবাসিরা চমৎকৃত হইয়াছে। সর্ব্বত্রই সকল লোকে তাঁহাদিগের রূপ, গুণ, বর্ণন করিতেছে। এইমাত্র, আমাদের রঙ্গিণী সখী, তাঁহাদিগের কথা বলিতেছিল। বোধ হয়, তবে তাঁহারাই এই উদ্যানে উপনীত হইয়া থাকিবেন। সখি! চল চল; আমরাও তাঁহাদিগকে দর্শন করিয়া মন নয়ন চরিতার্থ করি।

সীতা, সখীগণের এই প্রকার বচন শ্রবণে রাম লক্ষ্মণের সন্দর্শন নিমিত্ত সাতিশয় সমুৎসুকা হইলেন; এবং অনতিবিলম্বে সখীগণ মধ্যবর্ত্তিনী হইয়া গজেন্দ্রগমনে গমন করিতে লাগিলেন। পরে চতুর্দ্দিগ অবলোকন করিয়া, রাম লক্ষ্মণের দর্শন না পাইয়া, অতিমাত্র অধৈর্য্য হইয়া কহিলেন; সখি! কোই, নৃপকুমারেরা কোথায় গেলেন? আমিতো তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইতেছি না। সখী কহিল, নৃপনন্দিনি! ঐ দেখ, ঐ মালতীলতার মধ্য

দিয়া অবলোকন কর। শ্যামল-গৌর কিশোর-দ্বয়কে দেখিতে পাইবে। ইত্যবসরে রাম লক্ষ্মণ সুমনঃ সহিত দোনা* হস্তে করিয়া জলদ-জাল-বিমুক্ত বিমল-বিধুর ন্যায়, লতা-ভবন হইতে প্রকাশিত হইলেন। অকস্মাৎ উদ্যান মধ্যে কঙ্কণের ঝনৎকার ও নূপুর ধ্বনি শুনিয়া চমকিত হইয়া ইতস্ততঃ অবলোকন করিতে লাগিলেন। পরে রাম, সম্মুখে সখীগণ পরিবেষ্টিতা অলৌকিক রূপ-লাবণ্য-সম্পন্না জানকীকে দৃষ্টিগোচর করিয়া নাতিশয় প্রেমাকুলিত-চিত্ত হইলেন। এবং অনুজ প্রতি কহিতে লাগিলেন, ভ্রাতঃ! নক্ষত্রগণ পরিবেষ্টিতা শারদ-চন্দ্রিমার ন্যায়, নয়নানন্দদায়িনী এই যে রমণীকে দেখিতেছ, বোধ হয়, ইনিই জনকনন্দিনী জানকী হইবেন। এবং অকপটে ভ্রাতৃ নিকটে ব্যক্ত করিলেন; যে, যে সূর্য্যকুলে কোন ব্যক্তিই পরস্ত্রী প্রতি আসক্ত হয়েন নাই; সেই কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া আমার মনে কেন এতাদৃশ ভাবের আবির্ভাব হইল। অতএব আমাকে ধিক্! ভ্রাতঃ! এস্থান

* ঠোঙ্গা।

হইতে আইস; আর এখানে বিলম্ব করিবার প্রয়োজন নাই। লক্ষ্মণ কহিলেন, প্রভো! যদি অনুমতি হয়, তবে কিঞ্চিৎ নিবেদন করিতে ইচ্ছা করি। রাম বলিলেন, বল; তার বাধা কি? তিনি কহিলেন, মহাশয় নীতিজ্ঞ হইয়া যে জানকীকে পরস্ত্রী বলিলেন; এ কথাটী যোগ্য হয় নাই। যেহেতু জানকী অদ্যাপি কোন ব্যক্তি-কর্তৃক পরিগৃহীতা হয়েন নাই; সুতরাং উঁহাকে পরস্ত্রী বলা যায় না। আর আপনি তদাসক্ত-চিত্ত হওয়াতে যে খেদিত হইতেছেন; তাহাও উচিত হয় না। কারণ যদি মহাশয়ই ধনুর্ভঙ্গ করেন; তবেত জানকী আপনারই অঙ্ক-লক্ষ্মী হইতে পারেন। পরন্তু আমি নিঃসন্দেহে কহিতেছি, এই রমণী আপনারই সহধর্ম্মিণী হইবেন।

রাম উত্তর করিলেন, ভ্রাতঃ! তুমি যাহা কহিলে, ইহা নিতান্ত অসম্ভব নহে। ফলতঃ মনুষ্য মাত্রেরি এই নীতিটী মনোমধ্যে সর্ব্বদা স্থাপিত রাখা কর্ত্তব্য, যে যৎকালে কোন লোভনীয় বস্তু সম্মুখে উপস্থিত হইবে; তৎকালে

ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক তথা হইতে স্থানান্তর গমন করিবে। কারণ, বস্তুর অভাব হইলে লোভে-রও অনেক শমতা হইয়া থাকে।

এদিকে জানকী, তাঁহাদিগের মনোমোহন-মূর্ত্তি সন্দর্শন করিয়া বাক্‌পথাতীত আনন্দে নিমগ্ন হইলেন। একদৃষ্টে রামরূপ দর্শন করিতে করিতে সাতিশয় প্রেমার্দ্র-চিত্ত হইয়া অচিরাৎ এই অভিপ্রায়ে রামকে লোচন-পথ দ্বারা হৃদয় মধ্যে আনিয়া পলক-রূপ কপাট দিলেন; যেন তিনি আর দৃষ্টিপথের বহির্ভূত না হয়েন। সখী-গণ সীতার এইরূপ অবস্থা দৃষ্টে করযোড়ে ছল-ক্রমে কহিল, রাজনন্দিনি! আর কতক্ষণ গৌরীর ধ্যান করিবে? এই বেলা রাজনন্দন-দিগকে দেখিবে ত দেখ। এই বাক্য শ্রবণমাত্র সীতা সচকিতা হইয়া নয়নোন্মীলন করিলেন; এবং সম্মুখবর্ত্তী রামের আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করিয়া, পিতার কঠোর ধনুর্ভঙ্গ পণ স্মরণ হওয়াতে রাম-সমাগম-লাভ দুর্লভ ভাবিয়া দীর্ঘা-য়তন নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। সখীগণ, জানকীকে নিতান্ত পরবশচিত্ত দেখিয়া, আর

এখানে থাকা অকর্ত্তব্য-বোধে সভয়ে কহিল; ওগো রাজনন্দিনি! রাজ্ঞী কি বল্‌বেন; হয় তো কত তিরস্কার কর্‌বেন; অনেক ক্ষণ হলো আমরা এখানে এসেছি, আর এখানে থাকা ভাল হয় না। অতএব আজ্ এসো, কাল্ আবার এম্‌নি সকালে, আমরা সকলে এখানে এলে উহাঁদিগকে দেখ্‌তে পাবো। মিনতি করি, এখন মেনে এসো, আর আমরা থাকতে পারিনে। এই বলিয়া সখীগণ সহাস্য-বদনে গৃহাভিমুখী হইল। সুতরাং জানকী অগত্যা মাতৃ-ভয়ে তাহাদিগের পশ্চাদ্‌গামিনী হইলেন, এবং পুনঃ পুনঃ ত্রাসিত হরিণীর ন্যায় পশ্চাদ্দিকে দৃষ্টি করিয়া রাম-রূপ দর্শন করিতে করিতে গৃহে গমন করিলেন। রাম লক্ষ্মণও পুষ্প লইয়া মুনির নিকটে উপস্থিত হইয়া, উদ্যানের তাবদ্বিবরণ অবিকল বর্ণন করিলে, মুনি শুনিয়া সুখী হইলেন। অনন্তর মুনিবর পূজাদি সমাপন করত রাম লক্ষ্মণ সহিত মধ্যাহ্ন ভোজনক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া নানাবিধ সৎকথা কহিতে লাগিলেন। পরে সায়ংকাল আগত হইলে

রাম লক্ষ্মণকে সায়ংসন্ধ্যার আদেশ দিয়া, আপনিও সায়ংসন্ধ্যা করণে প্রবৃত্ত হইলেন। এবং পূর্ব্ব রাত্রের ন্যায় বিবিধ সৎকথায় নিশা-যাপন করিলেন।

পরন্তু নানাদিগ্‌দেশীয় রাজগণ ও বীরগণ জনকরাজার ধনুর্যজ্ঞের সমাচার প্রাপ্তে মহা-হর্ষে সসৈন্যে মিথিলানগরে উপস্থিত হইতে লাগিলেন। মিথিলাধিপতি, রাজগণ ও অপ-রাপর ব্যক্তিগণের জন্য অত্যুত্তম সুখদ দ্রব্যে পরিপূর্ণ বৃহদায়তন আবাস সকল প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলেন। রাজগণ সমাগত হইলে সেই রম্যস্থানে তাঁহাদিগকে বাস প্রদান করি-লেন। এইরূপে ক্রমে ক্রমে প্রায় সকল দেশীয় যোদ্ধৃ, বীর ও রাজকর্তৃক মিথিলাভবন পরিপূর্ণ হইল।

পরে ধনুর্যজ্ঞের নির্দ্দিষ্ট দিবসে যথাকালে রাজগণ, ঋষিগণ, ও অপরাপর ব্যক্তিগণ স্ব স্ব মর্য্যাদানুসারে সভারোহণ করিতেছেন; এমত কালে জনকরাজ অতিমাত্র ব্যগ্রতার সহিত স্বীয় পুরোহিত শতানন্দ মুনিকে বিশ্বামিত্রের সদনে

প্রেরণ করিলেন। বলিয়া দিলেন, যে তিনি রাম লক্ষ্মণ সহিত অনতিবিলম্বে সভায় আগমন করিবেন। শতানন্দ মুনি তথায় উপস্থিত হইয়া বিশ্বামিত্রকে জনকের প্রার্থনা জানাইলে; মুনি, রাম লক্ষ্মণকে সম্বোধিয়া কহিলেন। চল, এক্ষণে আমরা সীতার স্বয়ম্বর দেখিতে যাই, এবং ত্রিভুবনের জয়ের সহিত জগম্মোহিনী জানকীকে কোন্ বীরপুরুষ প্রাপ্ত হয়েন, দেখিয়া আসি। এই বলিয়া ভ্রাতৃদ্বয়কে উভয় পার্শ্বে করিয়া যজ্ঞস্থানে উপস্থিত হইয়া যথাযোগ্য আসনে উপবেশন করিলেন।

এইরূপে সমস্ত নর-নারী সভারোহণ করিলে, জনকরাজ জানকীকে সভায় আনিতে অনুমতি দিলেন। পরে জানকী রত্নালঙ্কারে বিভূষিতা; মনোহর নীলাম্বর পরিচ্ছদে সুশোভিতা; এবং দক্ষিণ-কর-কমলে স্বকর-গ্রথিত পৃথ্বীপুষ্প-বিরচিত বিজয়-মালা ধারণ করিয়া; সখীগণ পরিবেষ্টিতা হইয়া তড়িৎসম সভায় উদয় হইলেন। এবং সর্ব্বোপরিস্থ রমণী সমাজে গিয়া উপবেশন করিলেন। সভাস্থ

সমস্ত লোকে রাম ও সীতার অসামান্য রূপ-লাবণ্য দৃষ্টে বিমোহিত হইলেন। সকলেই নির্ব্বিবাদে কহিলেন, যে জনকরাজ নিজ কঠোর প্রতিজ্ঞা পরিত্যাগ করুন। এতদ্ব্যতিরেকে জানকীর যোগ্য বর আর কোথাও নাই। অতএব রামকে কন্যা দান করিয়া জগতে যশো-ভাগী হউন। রাজা যদি দুর্ব্বুদ্ধি বশতঃ ইহার অন্যথাচরণ করেন, তবে অবশ্যই পশ্চাত্তাপে তাপিত হইবেন; ইহাতে সন্দেহমাত্র নাই।

অনন্তর বন্দিগণেরা রাজাজ্ঞানুসারে পুনঃ পুনঃ উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিল "যে কোন বীরপুরুষ স্বশক্তিতে এই ধনুর্ভঙ্গ করিতে পারি-বেন, তিনিই অদ্য ত্রিভুবন জয়-সহিত এই ভুবন-মোহিনী জানকীকে প্রাপ্ত হইবেন।" এতদ্বাক্য শ্রবণে রাজগণ সাতিশয় হর্ষে বদ্ধ-পরিকর হই-য়া, রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হইলেন। এবং বিপুল পরাক্রমের সহিত একে একে ধনুর্ভঙ্গে প্রবৃত্ত হইতে লাগিলেন। কিন্তু কেহই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। ভগ্ন করা দূরে থাকুক, কোন ব্যক্তিই ধনু উত্তোলনে সমর্থ হইলেন না।

সকলেই ম্লানবদনে নিজ নিজ স্থানে উপবেশন করিলেন। যে সভা পূর্ব্বে কেবল আনন্দে পরিপূর্ণ এবং সাতিশয় সমুজ্জ্বল ছিল; তাহা এক্ষণে ক্রমে ক্রমে ম্লান ও দুঃখার্ণবে মগ্ন হইতে লাগিল। বন্দিগণেরা পুনঃ পুনঃ কহিল, যে কোন জাতীয় যে কোন ব্যক্তি ধনুর্ভঙ্গ করিতে পারিবেন; তিনিই বিনাবিচারে জানকীকে প্রাপ্ত হইবেন। ইহাতে যোগ্যাযোগ্য বিচার নাই। কিন্তু আর কোন ব্যক্তিই ধনুর নিকটে গেল না। এতদ্দৃষ্টে জনকরাজা, সাতিশয় রোষ-পরবশ হইয়া কহিতে লাগিলেন। আমি পূর্ব্বে জানিতাম পৃথিবীতে মহা মহা বীরপুরুষ আছেন; তজ্জন্যই এইরূপ পণ করিয়াছিলাম। কিন্তু হায়! কি কুকর্ম্মই করিয়াছি। পৃথিবী যে একেবারেই বীরশূন্যা হইয়াছেন তাহা জানি না। অহে বীরনামধারিব্যক্তিগণ! ধনুর্ভঙ্গ করা দূরে থাকুক, কেহ উহা উত্তোলন করিতেও পারিলে না; ইহা অপেক্ষা লজ্জার বিষয় আর কি আছে। জানিলাম, বিধি বৈদেহীর* ভাগ্যে

---

* মিথিলার অপর এক নাম বিদেহ। জানকী বিদেশসম্ভূতা বলিয়া, উহাঁকে "বৈদেহী" বলিয়া উল্লেখ আছে।

বিবাহ লিখেন নাই, কি করি। পরন্তু দৃঢ়-বাক্যে কহিতেছি, বরং কুমারী, কুমারী থাকিবেন সেও স্বীকার; তথাচ প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করিয়া পিতৃপুরুষ সহিত নিরয়গামী হইতে পারিব না। অতএব এক্ষণে তোমরা স্ব স্ব আলয়ে প্রস্থান কর, আমি গিয়া কৃতকর্ম্মের অনুশোচনা করি। জনকের এইরূপ বাক্য শ্রবণে লক্ষ্মণ কুপিত হইয়া রাম প্রতি কহিলেন, প্রভো! যে সমাজে রঘুবংশীয় কোন ব্যক্তি বিরাজমান থাকেন, তথায় কি কোন ব্যক্তি এরূপ বাক্য কহিতে পারে? রঘুবংশীয়দিগের কি এতদ্রূপ বাক্য সহ্য হয়? আজ্ঞা করুন, কি করিব? পৃথিবীকে কি রসাতলে দিব? অত্যুচ্চ সুমেরু শিখরের শিখা কি ভূতলে পাতিত করিব? না; কমল-মৃণাল সদৃশ এই ধনুকে অঙ্গুল্যগ্রভাগে স্থাপন করিয়া শত-যোজন ধাবিত হইব? না; ছত্র-দণ্ডের ন্যায়, কদলী বৃক্ষের ন্যায়, অচিরাৎ এই ধনুক ভঙ্গ করিব? শপথ করিতেছি; যদি পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ধনুক ভঙ্গ করিতে না পারি, তবে আর ধনুর্দ্ধারণ করিব না, এবং

রঘুবংশীয় বলিয়া পরিচয় দিব না। রাম, লক্ষ্মণকে ক্রুদ্ধ দেখিয়া মৃদু-মধুর বচনে কহিলেন, ভ্রাতঃ! নিকটে আইস, স্থির হও, কোপ সম্বরণ কর। গুরু আজ্ঞা হইলেই সদুপায় হইবে। বিশ্বামিত্র মুনি সময় বুঝিয়া আদেশ করিলেন। হে বীর শ্রীরামচন্দ্র! গাত্রোত্থান কর, ধনুর্ভঙ্গ করিয়া জনকের পরিতাপ হরণ এবং আমাদের সন্তোষ সাধন কর। রাম, আজ্ঞা প্রাপ্তি মাত্রে হর্ষ-বিষাদ বিমোচিত চিত্তে সভা হইতে উত্থিত হইলেন, এবং করপুটে ঋষিগণের নিকটে কহিলেন, হে মহর্ষিগণ! যদি আপনাদের অনুমতি হয় তবে রঙ্গভূমিতে গমন করি। ঋষিগণ কহিলেন, শুভমস্তু, যাত্রা কর; আমরা ঈশ্বর সন্নিধানে একান্তমনে প্রার্থনা করি, তুমি ইহাতে কৃতকার্য্য হইয়া সকলের আনন্দবর্দ্ধক হও। পরে রামচন্দ্র মুনিগণের চরণ বন্দনানন্তর রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হইলে প্রায় তাবল্লোকেই বিস্ময়ান্বিত ও পাছে রামের কোন অশুভ ঘটনা হয় এই ভয়ে ভীত হইল। বিশেষতঃ রাজ্ঞী রামকে ধনুর্ভঙ্গ করিতে প্রবৃত্ত দেখিয়া সখীগণকে

সম্বোধিয়া বিষাদ বচনে কহিতে লাগিলেন, সখি! এ কি দেখিতেছি, সকলেই কি কৌতুক-দর্শী, কেহই কি আমাদের হিত চিন্তা করে না? সভাস্থ সকলেরি কি বুদ্ধিভ্রম হইয়াছে? যে শম্ভু ভঙ্গ করিতে বড় বড় বীরগণ পরাজিত হইয়াছে; রাজা কি বিবেচনায় সেই কুলিশ-সদৃশ কঠোর শম্ভু এই বালকের সুকোমল হস্তে প্রদান করিতেছেন? বাল-মরাল কি মন্দর পর্ব্বত বহন করিতে পারে? শিরীষ কুসুম দ্বারা কি হীরক বিদ্ধ হয়? সখীগণ কহিল, মা! ভয় নাই, দেখুন সূর্য্য দেখিতে ক্ষুদ্র বটেন, কিন্তু অসীম বিস্তীর্ণ জলধির জল নিঃশেষে শোষণ করিতেছেন। স্বকর বিস্তার দ্বারা জগৎস্থ সমস্ত তমোরাশি বিনষ্ট করিতেছেন। মনে করিলে ত্রিভুবনকে নষ্ট করিতে পারেন। তদ্রূপ ইনি দৃষ্টে বালক বটেন; কিন্তু বলে বালক নহেন। ইহার তুল্য বলবান, এক্ষণে বর্ত্তমান নাই। তার সাক্ষী এখুনি দেখিবেন, রামচন্দ্র অবহেলে ধনুর্ভঙ্গ করিবেন। আপনি অনাকুলিত চিত্তে দর্শন করুন। তৎকালে জানকী রামকে রক্ত-

ভূমিতে অবতীর্ণ দেখিয়া, একবার তৎসমাগম লাভ মানসে হর্ষান্বিতা হইয়া রাম প্রতি সস্নেহ নয়নে বারম্বার দৃষ্টিপাত করিতেছেন; আবার পিতার পণ মনে হওয়াতে বিষাদিনী হইয়া অধোবদনে পৃথিবী অবলোকন করিতেছেন। এইরূপে এক এক নিমেষ যেন এক এক যুগসম যাপন করিতে লাগিলেন। পরিশেষে তন্ময়-চিত্তে রাম-পদ-পদ্ম হৃদয়ে ধ্যানে ধারণ করিয়া ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক স্থির হইয়া রহিলেন।

অনন্তর রাম, বামকরে ধনুর্ধারণ করত অব-লীলা ক্রমে গুণ প্রদান করিয়া পুনঃ পুনঃ প্রসারণ আকুঞ্চন করিতে লাগিলেন, এবং অচিরাৎ ধনুর্ভঙ্গ করিয়া সভাস্থ সকলের সংশয়, মহী-পতিদিগের অভিমান, ভৃগুপতির গর্ব্ব, সীতার শোচনা, জনকের পরিতাপ ও রাণীর দারুণ দুঃখ হরণ করিলেন। ধনুর্ভঙ্গের মহাঘোর কঠোর ধ্বনিতে সভাস্থ তাবতেই কর্ণে হস্তাপণ করিয়া মূর্চ্ছিতের ন্যায় হইলেন। হয় হস্তির চীৎকারে ও নগরীয় লোকের কোলাহলে বোধ হইতে লাগিল, যেন এককালে শত সহস্র বজ্র নিনাদিত

হইল। ক্ষণকাল মধ্যে সভাস্থ সকলের মূর্চ্ছা বিগত হওয়াতে অধিকাংশ লোকে মহাহর্ষে সভা মণ্ডল হইতে রামোপরি পুষ্প বর্ষণ করিতে লাগিল। ভূসুর, সিদ্ধ, মুনীশ সকলে রামকে প্রশংসা করিয়া দীর্ঘায়ুর্ভবতু বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। বন্দী, মাগধ, সূতগণ জয় জয় শব্দ উচ্চারণ করিয়া, গুণোৎকীর্ত্তন করিতে ও পুরবাসিরা যাচকদিগকে হয়, গজ, ধন, মণি, চীর প্রভৃতি বিতরণ করিতে লাগিল। নগরের সর্ব্বস্থানে ঝাঁঝ, মৃদঙ্গ, শঙ্খ, ভেরী, দুন্দুভী প্রভৃতি বহুবিধ বাদ্য বাজিতে ও যুবতীগণ মঙ্গল গীত গাইতে আরম্ভিল। দিবসে দীপ-জ্যোতির ন্যায় ভূপগণ শ্রীহত, অকুল সমুদ্র-পতিত জনের কূল-প্রাপ্তি-সম জনকরাজ সন্তোষিত, রাজ্ঞী হর্ষিত এবং চাতকিনীর স্বাতি-জল প্রাপ্তির ন্যায় জানকী মহাসুখে সুখী হইলেন। পরে শতানন্দ মুনি রমণীমণ্ডল-মধ্যবর্ত্তি জানকী প্রতি দৃষ্টি করিয়া কহিলেন, বৎসে জানকি! গাত্রোত্থান কর, নীচে আইস, রাম নিকটে গিয়া রাম-গলে জয়মালা প্রদান কর। জানকী, মুনির

এই বাক্য শ্রবণমাত্রে পরমাহ্লাদে গাত্রোত্থান করিলেন। বাল-মরাল-গমনে সখীগণ সমভি-ব্যাহারে রমণীমণ্ডল হইতে অবতীর্ণা হইয়া, রাম সমীপে গমন করিয়া অতিমাত্র হর্ষে কিং-কর্ত্তব্যতা-বিমূঢ়া, চিত্র-পুত্তলিকার ন্যায় স্থির হইয়া রহিলেন। ইত্যবসরে, সমভিব্যাহারিণী এক চতুরা সখী, অস্ফুট বাক্যে কহিল; জানকি! আর বিলম্ব কেন? রাম-গলে জয়মালা সহকারে মনোমালা প্রদান করিয়া, মনোমানস্ সফল কর। জানকী, এই বাক্য শুনিবামাত্র যুগল-কর-কমলে জয়মালা উত্তোলন করিয়া রাম-গলে প্রদান করিতে উদ্যতা হইতেছেন; কিন্তু অতি-মাত্র প্রেমার্দ্রচিত্ত হওয়াতে প্রদান করিতে পারিতেছেন না দেখিয়া, রাম অলক্ষিত-রূপে কিঞ্চিৎ গ্রীবা উত্তোলন করিয়া জানকীর মনো-ভিলাষ পূর্ণ করিলেন। এতদ্দৃষ্টে কতিপয় ভূপতি ঈর্ষ্যা-মদ-মত্ত হইয়া এই বলিয়া কোলা-হল করিতে লাগিল, যে আমরা জীবিত থাকিতে জানকীকে কে গ্রহণ করে? কে এত বল ধারণ করে যে আমাদের মধ্য হইতে জানকীকে লইয়া

যাইবে? আমরা বুঝিলাম, জনকের সমুদয় প্রবঞ্চনা। ধনুর্ম্মধ্যে কোন ছলনা ছিল, তাহা এই বালককে বলিয়া দিয়া, কেবল আমাদের অপমান করিল। অতএব জানকীকে বল দ্বারা গ্রহণ কর। নৃপবালক-দ্বয়কে ধৃত করিয়া বন্ধন কর। ইহাতে যদি জনকরাজ উহাদের সহায়তা করিতে আইসেন, তবে তাঁহাকেও যুদ্ধে পরাজিত করিয়া নগর লুণ্ঠন কর। জানকী, তাঁহাদিগের এইরূপ কোলাহল শ্রবণে মহাভয়ে ভীতা হইয়া, স্বীয় সহচরীগণ সহিত রাজ্ঞী সদনে প্রস্থান করিলে, বিজ্ঞ নরপতিরা কহিতে লাগিলেন। অহে বৃথাভিমানি ভূপতিগণ! তোমরা যে সত্যপরায়ণ রাজর্ষি জনকের প্রতি অকারণে দোষারোপ করিতেছ, ইহা আমাদের সহ্য হয় না। তোমরা ত প্রত্যক্ষ দেখিলে, এই বালক অবহেলে ধনুক উত্তোলন করিয়া ভঙ্গ করিল, ইহাতে ছলনা কোথায় দেখিলে? অতএব বৃথা এক জন মহাত্মার দোষোদ্‌ঘোষণ করা তোমাদের উচিত হয় না। একারণ বলিতেছি, এমত কথা আর মুখে আনিও না। আর

তোমরা যে এক্ষণে বাহ্বাস্ফোটন পুরঃসর জানকীকে গ্রহণ করিতে ও রামকে ধৃত করিতে অগ্রসর হইতেছ, ইহাতে কি তোমাদের লজ্জা বোধ হয় না? তোমাদের এই শূরতা এত ক্ষণ কোথায় ছিল? তোমরা যদি এতই বল ধারণ কর, তবে কেন ধনুর্ভঙ্গ করিয়া জানকীকে গ্রহণ করিলে না? ফলতঃ আমরা নিঃসন্দেহে কহিতেছি; যেমন লোভিদিগের সন্তোষ অবলম্বন, কামাসক্তদিগের যশঃ প্রার্থনা, এবং অকারণে কুশল-কামনা কেবল হাস্যের নিমিত্ত হয়; তদ্রূপ তোমাদিগের এই সকল মন্ত্রণা রাজগণের হাস্যাস্পদের নিমিত্ত হইবে। তোমরা আপনারাও লজ্জা পাইবে ও আমাদিগকেও লজ্জিত করিবে সন্দেহ নাই। অতএব সদুপায় বলি শুন, এমন কুমন্ত্রণা হইতে ক্ষান্ত হও। ঈর্ষা-মদ-মোহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক রাম-রূপ দর্শন করিয়া, ক্ষুব্ধ হৃদয়কে সন্তোষিত কর। এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এমত কালে গৌর-শরীর, বৃষভ-স্কন্ধ, উরো-বাহু-বিশাল, সর্ব্বাঙ্গে বিভূতি-ভূষিত, ভাল ত্রিপুণ্ড্রী-রাজিত, মস্তক জটা-মণ্ডিত,

কটিতট মৃগচর্ম্মাবৃত, ধনুঃ-শর-কর, কুঠারস্কন্ধ, রোষ-পরবশ, আরক্তলোচন, ভৃগু-কুল-তিলক পরশুরাম, ধনুর্ভঙ্গ শ্রবণ করিয়া সভামধ্যে উপনীত হইলেন। ভীষণবেশ ভৃগুপতি দৃষ্টে নরপতিরা সভয়ে গাত্রোত্থান করিয়া স্বীয় স্বীয় পিতার নাম সহিত নিজ নিজ পরিচয় প্রদান এবং সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিতে লাগিলেন। পরে জনকরাজ আসিয়া চরণ বন্দনানন্তর পাদ্য-অর্ঘ্য-আসন প্রদান করিলে, বিশ্বামিত্র মুনি সভা হইতে রাম লক্ষ্মণ সহ গাত্রোত্থান করিয়া ভৃগুপতির সহিত যথোচিত সম্ভাষণান্তে কহিতে আরম্ভিলেন দেখ রাম! এই দুটী বালক অযোধ্যাধিপতি রাজা দশরথের পুত্র, নাম রাম লক্ষ্মণ।

অনন্তর পরশুরাম অজ্ঞাত প্রায় জনক প্রতি জিজ্ঞাসিলেন এত লোকারণ্য কেন? আর নানা দিগ্‌দেশীয় রাজগণই বা কেন এস্থানে সমাগত হইয়াছেন? কারণ কি বল। এতদুত্তরে জনকরাজ সকল সমাচার সবিশেষ কহিলে, ভৃগুপতি ধনুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, এবং

ধনুঃ দুই খণ্ড পতিত দেখিয়া সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া গম্ভীর বচনে কহিলেন। রে জড় জনক! কে ধনুর্ভঙ্গ করিল? শীঘ্র তাহাকে দেখাইয়া দাও, নতুবা যতদূর পর্য্যন্ত তোমার রাজ্য, সমুদায় এইক্ষণেই রসাতলে দিব। সভাস্থ তাবৎকেই এই কুঠারাঘাতে সংহার করিব। রাজা, সাতিশয় ভীত হইয়া নিরুত্তর রহিলেন। কিন্তু বিপক্ষ নরপতিরা মনে মনে অত্যন্ত হর্ষিত হইলেন। বিবেচনা করিতে লাগিলেন, আর রক্ষা নাই। রাজা যেমন আমাদের বঞ্চনা করিয়াছেন, এক্ষণে তাহার ফল ভোগ করুন। সভাস্থ সল্লোক মাত্রেই নিস্তব্ধ, কাহার মুখে কোন প্রকার বাক্য শ্রুত হয় না।

রাজ্ঞী সাতিশয় ব্যাকুলা হইয়া কহিতে লাগিলেন। হে বিধাতঃ! সকল সমাপন করিয়া—মনোমত ফল প্রদান করিয়া, কি তাহা পুনরপহরণে প্রবৃত্ত হইলে?

জানকী, তৎকালে ভৃগুপতির ভয়ানক মূর্ত্তি ও কঠোর বচন শ্রবণে অর্দ্ধ-নিমেষ কল্প-সম যাপন করিতে লাগিলেন, এবং সকল আশা

নিষ্ফল প্রায় দেখিয়া নিস্পন্দ হইয়া রহিলেন।

রাম, সভাস্থ সকলকেই নিরুত্তর দেখিয়া অভয়-চিত্তে মধুর বচনে পরশুরাম প্রতি কহিলেন। নাথ! আপনকার কোন দাস কর্তৃক এই ধনুঃ ভঞ্জিত হইয়াছে। পরশুরাম সরোষ-বচনে কহিলেন। সেবক সেই, যে সেবকের কর্ম্ম করে, অরির কর্ম্ম করিয়া কেহ সেবক হয় না। শুন, রাম! যে ব্যক্তি এই ধনুর্ভঙ্গ করিয়াছে, সে সহস্র-বাহু তুল্য আমার শত্রু। অতএব সেই ব্যক্তি এইক্ষণেই সভা হইতে উঠুক এবং আমার সহিত আসিয়া যুদ্ধ করুক। নতুবা এই সভাস্থ সকলকেই অদ্য এই পরশু-প্রহারে যমালয়ে প্রেরণ করিব।

লক্ষ্মণ, এতদ্বাক্য শ্রবণে ঈষদ্ধাস্য করিয়া কহিলেন, মুনিবর! আমরা বাল্যকালে এমন অনেক ধনুক ভাঙিয়াছি। তাহাতে ত আপনার এত রাগও দেখি নাই, এবং তাহার দণ্ড বিধানার্থ তথায় উপস্থিতও হন নাই। এক্ষণে এই পুরাতন জীর্ণ ধনুঃ ভঙ্গ করাতে যে এত রাগান্বিত হইতেছেন, ইহার হেতু কি? আর এই

ধনুর মহত্ত্বই বা কি? ইহাতে আপনারই বা কি ক্ষতি হইয়াছে! বলুন পূরণ করিয়া দিব।

পরশুরাম পরুষবচনে কহিলেন, রে নৃপ-বালক! তুমি কি কালবশ হইয়া এমন কথা কহিতেছ? একি সামান্য ধনুঃ, তুমি অনায়াসে কহিলে বাল্যকালে এমন অনেক ধনুক ভঙ্গ করিয়াছ।

লক্ষ্মণ হাস্য করিয়া, প্রভো! আমরা সকল ধনুকই তুল্যরূপে দর্শন করি। বিশেষতঃ আপনি যে ধনুর এত গৌরব করিতেছেন; রাম, স্পর্শ করিবামাত্র উহা ভগ্ন হইয়া গেল; ইহাতে রামের কোন দোষ নাই। অতএব অকারণে কেন বৃথা ক্রোধ করিতেছেন।

পরশুরাম, রে ধূর্ত্ত! তুমি কি আমার নাম শ্রবণ কর নাই? আমার নাম পরশুরাম। আমি স্বীয় ভুজ-বলে এই পরশু-প্রহারে কার্ত্তবীর্য্যা-র্জ্জুনের ভুজ-বন-চ্ছেদন করিয়াছি। ভূমিকে অনেক বার ভূপ-বিহীন ও ক্ষত্রিয়-শোণিতে নদী প্রবাহিতা করিয়া তাহাতে পিতৃ তর্পণ করিয়াছি। আর আমি যে ক্ষত্রিয়-কুলদ্রোহী

ইহা বিশ্ব-সংসারে বিদিত আছে; কেবল বালক বলিয়া তোমাকে বধ করিতেছি না। রে বালক! আমার এই ঘোর কঠোর কুঠার অবলোকন কর, যে কুঠার গর্ব্বস্থ বালককেও ভয় প্রদান করে।

লক্ষ্মণ, অহো মুনীশ! জানিলাম আপনি বড় বীর; যেহেতু কহিলেন, পৃথ্বীকে অনেক বার রাজ-বিহীন করিয়াছেন। ফলতঃ আপনি যে আমাকে পুনঃ পুনঃ কুঠার দেখাইতেছেন, ইহাতে ভয়ের পরিবর্ত্তে কেবল হাস্যেরই উদ্ভব হইতেছে। মুনিবর! আপনি কি ফুৎকারে পর্ব্বত উড়াইতে চাহেন? এখানে কেহ কাপুরুষ নাই যে, আপনার গর্ব্বিত বচন শুনিয়া ও কুঠার দেখিয়া ভয় পাইবে। কি বলিব আপনি ভৃগু-কুলোদ্ভব এবং উপবীত-ধারী, এই জন্য যাহা কিছু বলিতেছেন, সহ্য করিতেছি। কারণ, সুর এবং মহীসুরদিগের* উপর আমাদিগের শূরতা নাই। আপনি আমাদিগকে শস্ত্রা-

* ব্রাহ্মণ।

ঘাত করিলেও আমরা তবাঙ্গে শস্ত্র প্রহারে ক্ষান্ত থাকিব।

পরশুরাম, কৌশিক* মুনে! এই নিতান্ত নিঃশঙ্ক রঘুকুলকলঙ্ক-কর কুটিল বালকের বাক্য শুনিলেন? এ আমাকে তৃণতুল্য জ্ঞান করি-তেছে। আপনি উহাকে আমার বীরত্ব বুঝাইয়া দিয়া, পদানত হইতে বলুন। নতুবা আমার কোন দোষ নাই, আমি উহাকে সংহার না করিয়া ক্ষান্ত হইব না।

লক্ষ্মণ, মুনিবর! আপনি স্বয়ং থাকিতে আপনার যশো-ঘোষণ আর কে করিবে? স্বমুখে স্বীয়বীরতা অনেক বার বর্ণন করিয়াছেন। যদি সন্তোষ না জন্মিয়া থাকে, তবে আরো কিছু বলুন। কেন, ক্রোধ সম্বরণ করিয়া দুঃসহ দুঃখ সম্ভোগ করিবেন। আপনি ধনুঃ-শর-কুঠার ব্যর্থ ধারণ করেন। শূরগণ সমর ক্রিয়া দ্বারা স্বীয় শূরতা প্রকাশ করেন; আপনার ন্যায় বৃথা বাগাড়ম্বর করেন না।

পরশুরাম, ক্রোধে অন্ধ হইয়া, লক্ষ্মণ প্রতি

* বিশ্বামিত্রের অপর এক নাম কৌশিক।

পরশু প্রহারে উদ্যত হইয়া কহিলেন; আর কেহ আমাকে দোষ দিতে পারিবে না। আমি এতক্ষণ পর্য্যন্ত বালক বলিয়া ইহার অনেক দোষ মার্জ্জন করিয়াছি। কিন্তু এই কটূবাদী বালক বধযোগ্য, আর ক্ষমা করিব না। এই বলিয়া পরশু নিক্ষেপ করেন, এমত কালে সভা মধ্যে হাহাকার ধ্বনি উঠিল; এবং তৎক্ষণাৎ কৌশিক মুনি গাত্রোত্থান করিয়া পরশু-রামের পরশু-পুরোভাগে করযোড়ে দণ্ডায়মান হইলেন।

কৌশিক, ভৃগুনাথ মুনিবর! সাধুজনেরা বাল-দোষ-গুণ গণনা করেন না। লক্ষ্মণ বীরকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, এবং বাল-স্বভাব-বশতঃ হিতাহিত চিন্তনে অসমর্থ হওয়াতে আপনার সহিত উত্তর প্রত্যুত্তর করিয়াছে। একারণ ইহার সমুদয় দোষ মার্জ্জনীয় সন্দেহ নাই।

পরশুরাম, মহর্ষে! আপনি জানেন, আমি অকারণে কখনই কুঠার উত্তোলন করি না; এবং উত্তোলন করিলে ব্যর্থ যায় না। কিন্তু কি করি, আপনার জন্যই এই কুঠার সম্বরণ

করিতে হইল। যাহা কস্মিন্‌কালে ব্যর্থ হয় নাই, অদ্য তাহা আপনার অবমাননা-ভয়ে ব্যর্থ করিতে হইল।

লক্ষ্মণ, ক্রোধিত হইয়া, মুনিবর! কুঠার সম্বরণ করিবেন কেন! মৎপ্রতি স্বশক্তিতে প্রক্ষেপ করুন, এবং কুঠারের কি দুর্গতি হয়, তাহা স্থিরনেত্রে স্বচক্ষে অবলোকন করুন। কখন ত যুদ্ধ-বিদ্যা-বিশারদ বীরসহ সংগ্রাম হয় নাই; তজ্জন্যই স্বীয় কুঠারকে অব্যর্থ জ্ঞান করিয়াছেন, এবং নির্লজ্জ হইয়া পুনঃপুনঃ আপনাকে বীর বলিয়া ব্যাখ্যা করিতেছেন। হে স্ত্রীবাল-বধে নির্দ্দয়! হে নৃপকুলদ্রোহিন্! অদ্য আপনাকে বিপ্র জানিয়া, বীরতা প্রদর্শনে বিরত হইলাম।

পরশুরাম, ক্রোধে অধীর হইয়া পুনরায় লক্ষ্মণ-প্রতি পরশু প্রহারে উদ্যত হইলে; রাম, লক্ষ্মণকে ইঙ্গিতে নিবারণ করিয়া সাতিশয় মধুর ভাষে কহিতে আরম্ভিলেন।

রাম, হে নাথ ভৃগুপতে! ক্ষান্ত হউন, ক্ষমা করুন। এই বালকের অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া

ইহার প্রতি কৃপা কটাক্ষ বিতরণ করুন। আপনার কোপানল হইতে এই জগতীতলে কে রক্ষা পাইতে পারে? আপনি মনে করিলে এক মুহূর্ত্তে ত্রিভুবন ধ্বংস করিতে পারেন। লক্ষ্মণ অতি অবোধ বালক, প্রভুর মহিমা বিজ্ঞাত নহে। মুনীশ! আপনাকে দর্শন করা দূরে থাকুক আপনার নাম শুনিলেও তাবৎ রাজকুল ভয়ে ব্যাকুল হয়। কিন্তু লক্ষ্মণ যে নিঃশঙ্ক চিত্তে আপনার সহিত উত্তর প্রত্যুত্তর করিতেছে, ইহাতে কি বুঝিতে পারিতেছেন না, ও আপনার স্বভাব কিছুই জানিতে পারে নাই। প্রভো! অন্ধের নিকট কি অয়স্কান্ত মণির সমুজ্জ্বল জ্যোতিঃ প্রকাশ পায়? বধির কি কখন সুমধুর সঙ্গীত রসাস্বাদন করিতে পারে? শিশু সন্তানেরা পিতা মাতার কোন অহিতাচরণ করিলেও কি তাঁহাদের ক্রোধোদয় হয়? বরং তৎপরীবর্ত্তে কি হর্ষেরই উদ্ভব হইয়া থাকে না? হে শান্তশীল মুনীশ! আপনাকে অধিক বলা বাহুল্য, আমিই সকল দোষের মূলীভূত কারণ।

লক্ষ্মণ।

কি করিলে আপনার সন্তোষ সাধন হয় আজ্ঞা করুন, করিতে প্রস্তুত আছি।

পরশুরাম, রাম! তোমার মিষ্ট বাক্যে তুষ্ট হইলাম। কিন্তু তোমার ভ্রাতা বড় দুঃশীল! তোমার মধুর বাক্যে সন্তাপিত হৃদয় সুশীতল হয়, উঁহার ব্যঙ্গোক্তিতে আপাদ মস্তক জ্বলিয়া উঠে। উঁহার গৌর শরীর এবং দেখিতেও শান্ত বটে, ফলতঃ উঁহার অন্তঃকরণ খল-তাতে ও নীলিমাতে পরিপূরিত সন্দেহ নাই। রাম! তুমি কেমন সদ্ব্যবহার করিতেছ, আর ঐ দেখ! ত্বদীয় দুশ্চরিত্র দুঃশীল ভ্রাতা হাস্য করিতেছে। অতএব উঁহার শিরশ্ছেদন ব্যতি-রেকে আমার সন্তোষ জন্মিবার বিষয় কি? আমার এই দুঃখ এক্ষণে প্রদীপ্ত হইতেছে, যে পরশু-সত্ত্বে এখনও বৈরী জীবিত রহিয়াছে।

লক্ষ্মণ, প্রভো! ক্রোধ পাপের মূল; ক্রোধ-পরবশ হইলে, মনুষ্যের ভাল মন্দ কিছুই জ্ঞান থাকে না। দেখুন, ক্রোধবশবর্ত্তী হইয়া আপনি কত অহিতাচরণ করিয়াছেন, বাল বৃদ্ধ ও স্ত্রীবধেও প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ইহাতে কি আপ-

নার অধর্ম্মাচরণ করা হয় নাই? বালক ও স্ত্রীবধ করা কি বীর-ধর্ম্ম? না বীরের কর্ম্ম? সে যাহা হউক, এক্ষণে ক্রোধ সম্বরণ করিয়া দাসের প্রতি অনুগ্রহ করিতে আজ্ঞা হউক। যে ধনুক ভঙ্গ হইয়াছে, তাহার ত উপায়ান্তর নাই। অতএব ক্রোধ করিয়া কেন বৃথা জ্ঞান হারাইতেছেন। আর যদি নিতান্তই প্রিয়-ধনুক হয়, তবে এক কর্ম্ম করুন, কোন গুণবান্ দ্বারাই হউক, বা স্বকীয় বীরতা দ্বারাই হউক, পুনরায় ধনুককে সংযুক্ত করুন। এতদ্ব্যতিরেকে আর উপায় দেখি না।

পরশুরাম, দেখ জনক! এই দুষ্ট বালক আমার সহিত কিরূপ কুব্যবহার করিতেছে। কেবল কৌশিক মুনির অনুরোধে ও রামের শালতাতে উহাকে বধ করিতেছি না; তুমি ত্বরায় উহাকে আমার নয়নপথ হইতে অন্তর কর।

লক্ষ্মণ, মুনিবর! স্থানান্তর হইবার প্রয়োজন কি? আপনি নয়ন মুদ্রিত করিলেই ত সকল আপদ চুকে যায়। নয়ন-নিমীলন করুন দেখি, কোথাও কাহাকে দেখিতে পাইবেন না।

পরশুরাম, রাম-প্রতি সক্রোধে; রে ধূর্ত্ত! তুমি ধনুর্ভঙ্গ করিয়া এক্ষণে আবার আমার প্রবোধ জন্মাইতে চেষ্টা করিতেছ? তোমার ভ্রাতা কটুবাক্য বলিতেছে, তুমি বিনয় করিতেছ; ইহাতে কি বুঝা যায় না, যে তোমার সমুদয় কপটতা-মাত্র। এক্ষণে ছল ত্যাগ করিয়া আমার সহ যুদ্ধ কর, নতুবা এই কুঠারা-ঘাতে উভয় ভ্রাতাকেই যমালয়ে প্রেরণ করিব, এই বলিয়া আঘাতে উদ্যত হইলেন।

রাম, হে মুনীশ! আমি আপনার নিতান্ত অনুগত; আমার মস্তক আপনার করস্থিত কুঠার-পুরোভাগেই ন্যস্ত রহিয়াছে; যাহাতে ক্রোধ নিবারণ হয় করুন। হে প্রভো! পূর্ব্বেই ত কহা হইয়াছে; লক্ষ্মণ স্বীয় বংশানুরূপ উত্তর করিয়াছে। ইহাতে উহাকে কোন দোষ দেওয়া যায় না। এক্ষণে কৃপা প্রদর্শন পূর্ব্বক পদ-রজঃ প্রদান দ্বারা ক্ষমা করিতে আজ্ঞা হউক। হে ভূদেব! বিপ্রদিগের সমধিক কৃপাবান্ হওয়া ও যুদ্ধবিগ্রহের বিনিময়ে যজ্ঞানুষ্ঠায়ী হওয়াই উচিত। আরো দেখুন, আমি এক গুণ-বিশিষ্ট

ধনুর্ব্বহন করি; আপনি নব-গুণ-বিশিষ্ট ধনুর্দ্ধা-
রণ করেন। আমার কেবল রাম-নাম-মাত্র,
আপনার পরশু সহিত পরম নাম জগতে বি-
খ্যাত আছে। অতএব আমি সর্ব্বমত প্রকারেই
আপনার নিকট পরাজিত আছি, ক্ষমা করিতে
আজ্ঞা হউক।

পরশুরাম, রাম! তুমি আমাকে নিতান্ত
বিপ্র বলিয়া বোধ করিও না। আমি যে প্রকার
বিপ্র ও যেরূপ যাজ্ঞিক, তাহা তোমাকে বিদিত
করিতেছি। আমার কোপকে মহাঘোর অগ্নি
স্বরূপ, এই ঘোর কঠোর কুঠারকে আহুতি স্বরূপ
এবং চতুরঙ্গিনী সেনাকে সমিধ-রূপ ও মহামহিম
ভূপ সমূহকে বলি স্বরূপ জ্ঞান কর। আমি সমর
ক্রিয়া দ্বারা এইরূপ কোটি কোটি যজ্ঞে ভূপ
বলি প্রদান করিয়াছি। এক্ষণে তুমিও তোমার
ভ্রাতার ন্যায় বধযোগ্য, তোমরা সহস্র প্রকার
স্তুতি বিনতি করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেও
আমি কখনই তোমাদিগকে ক্ষমা করিব না।

রাম, ঈষৎ রাগান্বিত হইয়া, হে বিপ্রবর!
আমি আপনাকে সত্য কহিতেছি—দৃঢ়বাক্যে

কহিতেছি; আপনি কদাচ এমন মনে করিবেন না, যে আমি ভয় প্রযুক্ত আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। দেবতাই হউন; যক্ষ, রাক্ষস, গন্ধর্ব্বই বা হউন; সমবল বা সমধিক বলবান্‌ই হউন; কিম্বা সাক্ষাৎ কালই হউন। কিন্তু রণে আহ্বান করিলে রঘুবংশীয় ব্যক্তিরা পরাঙ্মুখ হইবার নহে। যাহারা রণে আহূত হইলে যুদ্ধ না করিয়া, কিম্বা উপস্থিত রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করে, তাহারা কাপুরুষ। কাপুরুষে এবং স্ত্রীলোকে কিছুই বিশেষ নাই। ফলতঃ হে বিপ্র! ভূসুরদিগের নিকট রঘুবংশীয়দিগের শূরতা নাই। তজ্জন্যই আমরা আপনার নিকট পরাস্ত হইয়া রহিয়াছি।

পরশুরাম, রাম! তোমার অমৃতায়মান বচন শ্রবণে পরম পরিতৃপ্ত হইলাম। দূর হউক, আর বিরোধে প্রয়োজন নাই। ধর, এই ধনুতে গুণ প্রদান করিয়া আমার সন্দেহ ভঞ্জন কর। রামচন্দ্র, এতদ্বাক্য শ্রুতমাত্রে ধনুঃ লইয়া অবহেলে তাহাতে গুণ প্রদান করিবামাত্র, পরশুরাম পরমাশ্চর্য্য হইলেন এবং করযোড়ে কহিতে

লাগিলেন। হে বিনয়শীল মদ-মোহ-বর্জ্জিত রঘুকুল-কমল! হে করুণাকর! করুণা কর। হে ক্ষমামন্দির! ক্ষমা কর। আমি আপনাদিগের মহিমা না জানিয়া, কতই দুর্ব্বচন প্রয়োগ করিয়াছি। স্বীয় ঔদার্য্য গুণে তৎসমুদয় মার্জ্জনা করিয়া কৃপা বিতরণ করিতে আজ্ঞা হউক, এই বলিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। এতদ্দৃষ্টে বিপক্ষ নরপতিরা এককালেই নতশির হইলে, মিথিলাভবন পুনরায় আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইতে লাগিল।

অনন্তর জনকরাজ কৌশিক ঋষিকে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত পূর্ব্বক কহিলেন। হে প্রভো! আপনকার শ্রীচরণ প্রসাদাৎ শ্রীরামচন্দ্র ধনুর্ভঙ্গ করিয়া আমাকে কৃতকৃতার্থ করিয়াছেন। এক্ষণে আজ্ঞা করুন কি করিতে হইবে। ঋষি কহিলেন, মহারাজ! যদিও ধনুক ভঙ্গ হওয়াতে বিবাহ-ক্রিয়া এক প্রকার সম্পন্ন হইয়াছে; তথাপি আপনার কুলানুযায়ি বেদবিধি-বিহিত ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ শ্রীরামচন্দ্র নীতিজ্ঞ, পিতা মাতার অননুমতিতে কখনই জানকীর

পাণিগ্রহণ করিবেন না। অতএব আপনি অতি ত্বরায় রাজা দশরথের নিকট এতৎ সংবাদ সহিত এক লিপি সহকারে দূত প্রেরণ করুন। তিনি এস্থানে সমাগত হইলে জানকীকে সম্প্রদান করিবেন; তাহা হইলেই সর্ব্ব প্রকারে ভাল হয়। রাজা, মুনির এইরূপ আদেশানুসারে এক পত্র লিখিয়া দূত হস্তে অর্পণ করিলেন। বলিয়া দিলেন, অবিলম্বে অযোধ্যায় উপস্থিত হইয়া রাজহস্তে পত্র সমর্পণ কর।

রাজা, অযোধ্যানগরে দূত প্রেরণানন্তর অনুচরদিগকে অনুজ্ঞা দিলেন। যাচকদিগকে প্রার্থনাধিক ধন দান কর, বন্দীগণকে মোচন কর, নানাভরণে নগর সুসজ্জীভূত কর, এবং বিবাহের সমুদয় আয়োজন প্রস্তুত কর।

কিয়দ্দিনানন্তর দূত অযোধ্যানগরে উপস্থিত হইয়া মহারাজ দশরথের হস্তে পত্র প্রদান করিল। রাজা, পত্র পাঠ করিতে করিতে সাতিশয় হর্ষিত হইলে, তাঁহার নয়ন হইতে অজস্র আনন্দাশ্রু বিনির্গত হইতে লাগিল। বহুদিনান্তে পুত্রদিগের সংবাদ পাওয়াতে

একবার পত্র পাঠে পরিতৃপ্ত না হইয়া পুনঃ পুনঃ তদাবৃত্তি করিতে এবং দূতকে কহিতে লাগিলেন। কেমন হে দূত! তুমি আমার রাম লক্ষ্মণকে দেখিয়াছ? শুনিয়াছি তাঁহারা নাকি ভয়ঙ্করা তাড়কা নামী নিশাচরীর প্রাণবধ করিয়াছেন? তজ্জন্য তাঁহাদের অঙ্গে ত কোন প্রকার আঘাতাদি লাগে নাই? আর বহু দিবস পর্য্যন্ত নানা স্থানে ভ্রমণ, অসময়ে স্নান ভোজন ও সামান্যরূপ শয্যায় শয়ন করাতে ত রুগ্ন হন নাই?। দূত কহিল, আজ্ঞে না মহারাজ! তাঁহারা সর্ব্ব প্রকারেই কুশলে আছেন। ইত্যাকার বহুপ্রকার বাক্যালাপ হইতেছে. এমত সময়ে ভরত ও শত্রুঘ্ন, রাজসন্নিধানে সমাগত হইয়া জিজ্ঞাসিলেন, পিতঃ! কোথা হইতে পত্র আইল? দাদা মহাশয়ের কি কোন সমাচার পাইয়াছে? এতদুত্তরে রাজা কহিলেন. হাঁ; দূত কহিল. তোমাদিগের ভ্রাতৃদ্বয় কুশলে আছেন, এবং জনকরাজা এই পত্র পাঠাইয়াছেন, বলিয়া পত্র পড়িয়া শুনাইলেন।

সংবাদ বিজ্ঞাত করিলে, তাঁহারা সকলেই পর-
মাহ্লাদিনী হইয়া রাজ-সন্নিধানে আসিয়া কহি-
লেন, মহারাজ! কৈ? কি পত্র আসিয়াছে,
আমরাও শুনিতে ইচ্ছা করি। রাজা, তাঁহা-
দিগের সন্তোষ জন্য পুনর্ব্বার পত্র পড়িয়া শুনা-
ইলেন। সমস্ত পৌরজন রামের বিবাহ হইবে
শুনিয়া, যার পর নাই সন্তোষিত হইলেন, এবং
নানাবিধ মহোৎসব করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মহারাজ অন্তঃপুর হইতে বহির্গত
হইয়া ভরত, শত্রুঘ্নকে আহ্বান করিয়া আজ্ঞা
দিলেন। তোমরা যদি বরযাত্রী হইতে ইচ্ছা
কর, তবে শীঘ্র প্রস্তুত হও; অন্যান্য যে যে
ব্যক্তি রাম-বিবাহ দেখিতে চাহে তাহাদিগ-
কেও প্রস্তুত হইতে কহ।

সারথিকে কহিলেন, সারথে? যে যে হয়,
ত্বরিত গমনে সমর্থ হয়, তাহাদিগকে রথে
যোজনা করিয়া শীঘ্র আনয়ন কর। আমি
অনতিবিলম্বে মিথিলা ভবনে গমনেচ্ছা করি।

সুমন্ত্রনামা প্রধান মন্ত্রিকে কহিলেন, মন্ত্রি-
বর! বহুদিন রামরূপ দর্শন না করাতে আমরা

সাতিশয় উৎকণ্ঠা জন্মিয়াছে, অতএব বরযাত্রার অধিক আড়ম্বরে প্রয়োজন নাই। যাহাতে অনতিবিলম্বে গমন করিতে পারি, তদ্বিষয়ে বিশেষ সচেষ্টিত হও।

মন্ত্রী, রাজাজ্ঞানুসারে নানাভরণ ভূষিত গজ, অশ্ব, রথ, ও সুখযান* প্রভৃতি শ্রেণিপূর্ব্বক স্থাপিত করিলে, গজোপরি নানাবিধ রাজ-পতাকা উড্ডীন হইতে ও তূরী, ভেরী প্রভৃতি বিবিধ বাদ্য বাজিতে লাগিল। অশ্বোপরি প্রধান প্রধান সেনা ও সেনানীগণ, রথোপরি অমাত্যগণ, ও সুখযানে ভূদেবগণ সমারূঢ় হইলে; রাজা, বশিষ্ঠ সমভিব্যাহারে বহির্গত হইয়া সর্ব্বাদৌ তাঁহাকে রথারোহণ করাই-লেন। পরে আপনি পুত্রদ্বয়কে উভয় পার্শ্বে লইয়া রথারোহণ করত সারথিকে রথ চালা-ইতে অনুমতি দিলেন।

রাজা, এইরূপে স্বগণ সহিত মিথিলা নগর উপস্থিত হইলে, জনকরাজ এতৎ সংবাদ শ্রুত-

---

* পাল্কি।

মাত্রে পরমাহ্লাদিত হইয়া রত্নজড়িত বসন, ভূষণ, খগ, মৃগ, হয়, গজ প্রভৃতি বিবিধ উপ্-হার দ্রব্য লইয়া তাঁহার অভ্যর্থনা জন্য কিয়-দ্দূর অগ্রসর হইলেন। পরে পরস্পরের সাক্ষাৎ হইলে রাজা দশরথ জনকপ্রতি কহি-লেন। রাজর্ষে! আপনকার সর্ব্বাঙ্গীন কুশল? জনক কহিলেন, মহারাজের প্রসাদাৎ সমস্তই মঙ্গল। বিশেষ এক্ষণে দর্শনলাভে আশাতীত ফল প্রাপ্ত হইলাম। কৃপা প্রদর্শন পুরঃসর পুরঃ প্রবেশ এবং এই উপহার দ্রব্য গুলীন গ্রহণ করিলে পরম পরিতৃপ্ত হই।

রাজা, উপহার গ্রহণ করিয়া তৎসমুদায় যাচকদিগকে বিতরণ করিলেন এবং কহিলেন। রাজর্ষে! আমি পরম-প্রীত হইলাম। আর আপনি আমার জন্য অধিক ব্যস্ত হইবেন না, বলিয়া হস্তধারণ পূর্ব্বক নানা প্রকার সদালাপ করিতে করিতে পুরঃপ্রবেশ করিলেন।

এদিগে রাম লক্ষ্মণ, পিতার আগমন বার্ত্তা শ্রবণে পরম আহ্লাদিত হইয়া তদ্দর্শন বাসনায় পুনঃ পুনঃ বিশ্বামিত্রের দিগে দৃষ্টিপাত করিতে

লাগিলেন। তদ্দৃষ্টে মুনিবর কহিলেন, রামচন্দ্র! পিতৃদর্শন জন্য বুঝি সাতিশয় ঔৎসুক্য জন্মিয়াছে? চল, অনেক দিবস হইল রাজা তোমাদিগকে দেখেন নাই, তজ্জন্য অত্যন্ত কাতর আছেন। ত্বরায় দেখা করা কর্ত্তব্য, বলিয়া রাম লক্ষ্মণ সমভিব্যাহারে রাজসদন গমন করিলেন।

রাজা, বিশ্বামিত্র মুনিকে সমাগত দেখিয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত পূর্ব্বক করযোড়ে দণ্ডায়মান রহিলেন। মুনি, রাজাকে বসিতে অনুমতি দিয়া কহিলেন। মহারাজ! এই তোমার জীবিতেশ্বর রাম লক্ষ্মণ লও, বলিবামাত্রে তাঁহারা পিতৃপদে প্রণত হইলে, রাজা কুমারদ্বয়কে ক্রোড়ে লইয়া পুনঃ পুনঃ চুম্বন আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন। তৎপরে রাম লক্ষ্মণ বশিষ্ঠ মুনির চরণ বন্দনানন্তর পুরজন, পরিজন, মিত্র ও মন্ত্রিগণের সহিত যথাযোগ্যরূপে সম্ভাষণ করিলেন। অনন্তর ভরত ও শত্রুঘ্ন রামের পাদপদ্মে প্রণত হইলে, রাম উভয়ের হস্তধারণ পূর্ব্বক উত্তোলন করত গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন। ভ্রাতঃ! পৌরজন কুশলে আছেন? ভরত কহিলেন,

আজ্ঞে তাঁহারা কুশলে আছেন বটে; কিন্তু মহাশয়ের অদর্শনে সাতিশয় কাতর হইয়াছেন।

অনন্তর কৌশিক ঋষি জনকরাজকে কহিলেন, রাজর্ষে! আপনার মনোভিলাষ সিদ্ধপ্রায়, আর বিলম্ব করিবার প্রয়োজন নাই। ত্বরায় কন্যাদানের উদ্যোগ করুন। জনক কহিলেন, ঋষিরাজ! আপনার অনুগ্রহে আমি সিদ্ধকাম হইয়াছি। কিন্তু আর একটী মানস আছে, যদি অনুমতি হয় নিবেদন করি। ঋষি কহিলেন বলুন, যে প্রকারে হয় আপনার অভিলাষ পূর্ণ পক্ষে কায়-প্রাণে চেষ্টা করিব। জনক কহিলেন, জানকীর কনিষ্ঠ ভগিনীগণকে রামানুজদিগকে প্রদান করিতে নিতান্ত অভিলাষ হইয়াছে। এক্ষণে আপনার কৃপা হইলেই তদ্বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারি। মুনি বলিলেন, মহারাজ! এ অতি সদভিপ্রায়; আপনি এমন ঘর বর আর কোথাও প্রাপ্ত হইবেন না। অতএব আমি দশরথের নিকট চলিলাম, যে প্রকারে হয় তাঁহার মত করিয়া আসিতেছি।

তদনন্তর বিশ্বামিত্র, দশরথের আবাসে আ-

গত হইয়া জনকের অভিলাষ তন্নিকটে ব্যক্ত করিলে রাজা কহিলেন। মুনে! আপনি যাহা অনুমতি করিবেন, কোনমতেই তাহার অন্যথা-চরণ হইতে পারে না। বিশেষতঃ মহাত্মা রাজর্ষি জনক ভিন্ন আর কাহাকেও বৈবাহিক বলিয়া সম্বর্দ্ধনা করিতে হইবে না, ইহা অপেক্ষা আমার সৌভাগ্যের বিষয় আর কি আছে। অতএব এ বিষয়ে আমার মতামত জিজ্ঞাসা করা বাহুল্য মাত্র। আপনার যাহা ইচ্ছা হয়, তাহাই করুন।

বিশ্বামিত্র মুনি এতৎবার্তা জনকের স্বগোচর করিলে, তিনি অতিমাত্র আনন্দে উল্লাসিত হইয়া কুমারীগণের যথাবিধি কুলাচার-ক্রিয়া সমাধা করিতে অনুমতি দিলেন। মন্ত্রিদিগকে কহিলেন; হে অমাত্যগণ! অতি সাবধানে তাব-দ্বিষয়ের তত্ত্বাবধান করিও, যেন কোন বিষয়ে লজ্জিত না হই। কি সম্ভ্রান্ত কি সামান্য কোন ব্যক্তিরই যেন হতাদর না হয়।

পর দিন প্রদোষ সময়ে রাজা দশরথ স্বীয় কুল-প্রথানুসারে কুমারদিগকে বিবিধ বিভূষণে

বিভূষিত করিয়া বর-সজ্জা করাইলেন এবং সুসজ্জীভূত চতুর তুরঙ্গমে আরোহণ করাইয়া মহাসমারোহে উদ্বাহ-ভবনে স্বজন সহ গমন করিতে লাগিলেন। নগরীয় লোকেরা উহাঁ-দিগের তৎকালীন মনোহর বরবেশ, বিশেষতঃ ভরত ও শত্রুঘ্নকে রাম লক্ষ্মণের সমাকার দৃষ্টে বাক্‌পথাতীত আনন্দে নিমগ্ন হইল। নানাবিধ মঙ্গলাচরণ ও তাঁহাদিগের শিরোপরি পুষ্প-বর্ষণ করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে সকলে উদ্বাহ-সমাজ সন্নিকটে সমাগত হইলে, রাজা তাঁহাদিগকে পরম সমাদরে গ্রহণ করিয়া উপ-যুক্ত সম্মানানুসারে আসন প্রদান করিলেন।

এইরূপে সকলে সভারোহণ করিলে, বিপ্র-গণেরা বেদধ্বনি করিতে, স্তুতিপাঠকেরা স্তুতি-পাঠ করিতে, নর্ত্তকেরা নৃত্য করিতে, গায়কেরা গাইতে, এবং বাদকেরা বিবিধ বাদ্য বাজাইতে লাগিল। অনন্তর স্ত্রী-আচার-ক্রিয়া সমাধা করণ জন্য রামাদিকে অন্তঃপুরে লইয়া আইলে, চন্দ্রবদনা, মৃগনয়না, ললনারা সর্ব্বালঙ্কার সম্পন্না হইয়া কোকিলস্বরে মঙ্গলগীত গাইতে

গাইতে বর বরণ করিতে, এবং কুমারদিগের অলৌকিক রূপ দৃষ্টে চমৎকৃত হইয়া কহিতে লাগিলেন। ওমা একি! দুই দুই ভাইয়ের একি গঠন? কর, পদ, চক্ষু, কর্ণ, ঊরু, ভ্রূ সকলি একরূপ। আহা! এরূপ যুগ্ম যুগল রূপ ত কখন দেখি নাই। বিধি কি রূপ-নিধিই নির্ম্মাণ করিয়াছেন। কুলকামিনীগণ এবম্বিধ বহুবিধ কথোপকথন করিতে করিতে স্বীয় কুলানুরূপ বিবিধ-বিধি যথাবিধানে সম্পন্ন করিলেন। পরে পরিহাস-চ্ছলে তাঁহাদিগের অঙ্গে নানা প্রকার সুগন্ধগন্ধানুলেপন-দ্রব্য লেপন করিয়া দিলেন।

অনন্তর উহাঁরা উদ্বাহ স্থানে আসিয়া উপবেশন করিলে, বশিষ্ঠমুনি, শতানন্দকে সম্ভাষিয়া কহিলেন, ঋষে! কালাতিপাত হয়, ত্বরায় কুমারীগণকে আনিতে বল। ইতিমধ্যে কন্যাগণ নানাভরণে ভূষিতা হইয়া সভায় আনীতা হইলেন। পরে শতানন্দ মুনি রাম-করে জানকীর কমনীয় কর-অর্পণ করিলে, জনকরাজ যথাবিধি বেদবিধি অনুসারে রামচন্দ্রকে

জানকী, ভরতকে মাণ্ডবী, লক্ষ্মণকে উর্ম্মিলা, ও শত্রুঘ্নকে শ্রুতকীর্ত্তি নামা কন্যা একে একে দান করিলেন, এবং রথ, গজ, তুরগ, দাস, দাসী ও বিবিধ রত্ন যৌতুকার্থে দিলেন।

তৎপরে কুমারদিগকে সম্বোধিয়া কহিতে লাগিলেন, বৎসগণ! তোমরা সাক্ষাৎ নীতি স্বরূপ; তোমাদিগকে দাম্পত্য-রীতি বলিয়া দিতে হইবে না। তথাপি আমাদিগের কর্ত্তব্য বিধায়ে তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ কহিতেছি শ্রবণ কর। ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণেতারা কহেন যে, যে স্ত্রী-পুরুষে নির্ব্বিরোধী এবং ব্যভিচার শূন্য হয়, তাহাদের নিত্য কল্যাণ। যে স্ত্রীপুরুষের মধ্যে কেহ কাহার প্রতি দুর্ব্বচন প্রয়োগ এবং কেহ কাহাকে প্রপীড়ন না করে, তাহাদের সততই মঙ্গল। যে স্ত্রীপুরুষে পরস্পরে কপটতা শূন্য হয় এবং মনের ভাব অবিকলরূপে প্রকাশ করে, তাহাদের সুখের ইয়ত্তা করা যায় না। যে স্ত্রীপুরুষে পরিশ্রমী, পরিমিত ব্যয়ী, পরহিতৈষী এবং উভয়ে উভয়ের বশবর্ত্তী ও হিতাকাঙ্ক্ষী হয়, তাহারা এই সংসারে পরম সুখে কালযাপন

করে। যে স্ত্রীপুরুষে সত্যপরায়ণ এবং জ্ঞান ধর্ম্ম সঞ্চয়ে যত্নবান্ হয়, তাহাদের ইহকালে সুখ এবং পরকালে পরম গতি প্রাপ্তি হয়।

জনকরাজা, এইরূপ বহুপ্রকার দাম্পত্য-ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিয়া ঋষিগণের অনুমত্যনুসারে জামাতৃ ও দুহিতৃগণকে অন্তঃপুরে প্রেরণ করিলে সভাভঙ্গ হইল। তৎপরে সমাগত সভাসদ্ ও অন্যান্য জনগণকে ষড়্রসাভিষিক্ত বিবিধ উপাদেয় দ্রব্যাদি দ্বারা পরিতোষ-রূপে পান ভোজন করাইলেন, এবং নিত্য নিত্য নব নব উপায় দ্বারা তাঁহাদিগের চিত্তবিনোদন করিতে লাগিলেন। কএক দিবস এইরূপ পরম কুতূহলে যাপন হইলে, রাজা দশরথ জনককে কহিলেন, রাজর্ষে! এক্ষণে আমাদিগের প্রতি স্বদেশ গমনানুমতি হইলে অনুগৃহীত হই। জনক বলিলেন, মহারাজ! আর কিয়দ্দিন এ দীন ভবনে অবস্থান করিয়া অস্মুগতদিগকে চরিতার্থ করুন। দশরথ কহিলেন, আপনি যাহা কহিতেছেন তাহার অন্যথা করা আমার অসাধ্য। ফলতঃ অনেক দিবস হইল রাজ-

ধানী পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছি, প্রজাগণের তত্ত্বাবধান করা হইতেছে না। বিশেষতঃ পরিজনেরা রাম লক্ষ্মণের অদর্শনে অত্যন্ত কাতর আছেন। এজন্য বিনতি করি, আর আমাকে এস্থানে অবস্থান করিতে অনুরোধ করিবেন না। রাজা জনক, নিরুত্তর হইয়া, অগত্যা অমাত্যবর্গকে তাঁহাদিগের বিদায় করণের উদ্যোগ করিতে, এবং পুরবাসিনীগণকে কন্যাগণের পতিগৃহ গমনের উপযুক্ত বেঁশ-বিন্যাস করিয়া দিতে কহিলেন।

অন্তঃপুরবাসিনী রমণীগণ এবং জানকীর জননী পরম দুঃখিনী হইয়া কন্যাগণের বেশ ভূষা করিতে ও কহিতে লাগিলেন। বাছা সকল! তোমরা পতিগৃহে চলিলে, কিন্তু কিরূপে পতিকুলে বাস করিতে হয়, তাহার কিছুই জান না। এজন্য আমরা যাহা কহিতেছি, তাহাতে বিশেষরূপ মনোযোগ কর। কারণ তোমাদিগের কোন অহিত বা অন্যায়াচরণ হইলে যে কেবল আমাদিগেরই নিন্দা হইবে এমত নহে, তাহাতে তোমাদেরও ইহ পরকাল

নষ্ট হইবে। তোমরা পতিগৃহে গিয়া গুরুজন-দিগের সেবা শুশ্রূষা পরায়ণা হইবে; পরিজন-গণের সহিত সদা সদ্ব্যবহার করিবে; কেহ কার্কশ্য প্রদর্শন করিলেও অতি বিনীতভাবে সদুত্তর দিবে। কায়-মনো-বাক্যে সতত পতিসেবায় রত থাকিবে। পতি পরুষভাষী হইলেও প্রিয়ভাষিণী হইবে এবং যেরূপে হয় পতিকে পরিতুষ্ট করণের চেষ্টা পাইবে। পতির দোষ সমূহকে গ্রহণ না করিয়া গুণ সমূহ গ্রহণ করিবে। আর অধিক কি কহিব, নারীর পতি বই গতি নাই; এই বিবেচনায় সকল কর্ম্ম করিবে বলিয়া, দুহিতাদিগকে কোলে লইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। রাণীর রোদন দৃষ্টে তাঁহারাও উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিলেন। এমত কালে জনক অন্তঃপুরে আসিয়া, রাজ্ঞীকে রোদন-পরায়ণা দেখিয়া নানা প্রকার সান্ত্বনা বাক্যে কহিলেন। প্রিয়ে! কি নিমিত্ত রোদন করিতেছ? কন্যাগণ পতিগৃহ যাইবে, ইহাতে শোক তাপের বিষয় কি? এ মাঙ্গল্য কার্য্য; ইহাতে বিলাপ বা পরিতাপ করিতে নাই।

ত্বরায় তনয়াদিগকে আনাইয়া দিব। উঠ, শীঘ্র কন্যাগণকে বস্ত্রালঙ্কারে অলঙ্কৃতা করিয়া দোলারোহণ করাইয়া দাও, বলিয়া অশ্রুপূর্ণ-নয়নে কন্যাগণকে ডাকিয়া কহিলেন। মা সকল! একবার আমার কোলে এসো ত। আর পূর্ব্বে যেমন তোমরা অমৃতময় বাক্যে তাত তাত বলিয়া ডাকিতে, সেইরূপে একবার ডাকো ত। রাজার মুখ হইতে এই বাক্য বাহির না হইতে হইতেই তাঁহারা দ্রুতগমনে আসিয়া কণ্ঠধারণপূর্ব্বক রোদন করিতে করিতে কহিলেন। "তাত! আমাদিগকে কবে আন্‌বে বল; তা নইলে আমরা যাব না। আমাদিগকে পাঠায়ে বুঝি নিশ্চিন্ত হয়ে থাক্‌বে।" রাজা কহিলেন, না মা। আমরা তোমাদিগকে পতি-গৃহে পাঠাইয়া কি সুস্থির থাকিতে পারিব। সর্ব্বদাই তত্ত্বাবধান লইব, এবং কিছুদিন বিলম্বে তোমাদের সকলকেই একবারে আনয়ন করিব। এখন কাঁদিতে নাই, রোদন সম্বরণ করিয়া সানন্দচিত্তে শিবিকারোহণ কর। এই কথা বলিতে বলিতে অতিমাত্র শোকার্ত্ত হওয়াতে

অনতিবিলম্বে অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হই-লেন, এবং অমাত্যগণে বেষ্টিত হইয়া দশরথ সকাশে গমনপূর্ব্বক অতি বিনীত বচনে বলি-লেন, মহারাজ! এই কএক দিবস এস্থানে অব-স্থান করাতে আপনাদিগের যে অতীব ক্লেশ হইয়াছে, এবং নানা বিষয়ে আমাদের যে অসীম ত্রুটি হইয়াছে, তাহা স্বীয় ঔদার্য্যগুণে আশ্রিত জনে ক্ষমা করুন। এইরূপে প্রত্যেক ব্যক্তির নিকট গমন পূর্ব্বক যথাযোগ্যরূপে নানা প্রকার অনুনয় বিনয় করিতে লাগিলেন। রাজার এতদ্রূপ সৌজন্য সন্দর্শনে দশরথাদি সক-লেই পরম পরিতুষ্ট হইয়া কহিলেন, রাজন্! আমরা যে কএক দিবস এস্থানে ছিলাম, এক প্রকার স্বর্গীয় অনুপম সুখভোগ করিয়াছি বলিতে হয়। আমরা আপনার এ সৌজন্য ও সারল্য কস্মিন্‌কালেও বিস্মৃত হইতে পারিব না।

পরে রাম, ভ্রাতৃগণের সহিত অন্তঃপুরে গিয়া পুরবৃদ্ধাদিগকে ও রাজ্ঞীকে প্রণাম করত বদ্ধাঞ্জলি হইয়া কহিলেন! পিতা, স্বদেশে

গমনোদ্যত হইয়াছেন, একারণ আপনাদিগের অনুমতি লইতে আমাদিগকে পাঠাইয়া দিলেন। এক্ষণে প্রসন্নচিত্তে অনুমতি দান ও আশীর্ব্বাদ প্রদান করুন, নিজদেশে নিরাপদে উপস্থিত হই। তাঁহারা সকলেই সাশ্রুনয়নে, দীন বচনে কহিতে লাগিলেন। বৎস্যগণ! তোমরা দীর্ঘায়ুঃ প্রাপ্ত হও, এবং বীর ও সুধীর সন্তান লাভ করিয়া পরম সুখে কালযাপন কর। পথি-দেবতারা পথে তোমাদিগকে রক্ষা করুন, বলিয়া সজলনেত্রে কন্যাগণের কর ধারণ পূর্ব্বক তাঁহা-দের করে সমর্পিয়া সুখযানারোহণ করাইয়া দিলেন।

তদনন্তর দ্বারদেশে বারিপূর্ণ মঙ্গল-কলস স্থাপিত করিলে; কদলীবৃক্ষ শ্রেণীপূর্ব্বক রো-পিত হইলে; দধি-মৎস্য-লাজ ও সবৎস-ধেনু সারি সারি সুরক্ষিত হইলে এবং রামাগণ নানা প্রকার মঙ্গলাচরণ করিতে আরম্ভিলে; দশরথ, পুত্র ও বধূগণ সহিত শুভক্ষণে জনকালয় হইতে বহির্গত হইয়া পরম হর্ষে অযোধ্যাপুরী-প্রতি প্রস্থান করিলেন। জনক, সুহৃদ-সচিব

সহিত অনেক দূর পর্য্যন্ত তাঁহাদের অনুগমন করিলেন। পরে দশরথ, নানা প্রকারে বুঝাইলে গমনে ক্ষান্ত হইয়া পুনরায় জামাতৃগণের নিকটে গিয়া কহিলেন, বৎসগণ! মদীয় পূর্ব্বোপদিষ্ট নীতি সকল স্মরণ রাখিয়া, যাহাতে কন্যাগণ ক্লেশ না পায়, এরূপ করিও বলিয়া সজল-নয়নে উহাঁদিগের গমন নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। পরে উহাঁরা নয়ন-পথের অন্তর হইলে, গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া স্বধর্ম্মানুষ্ঠানে রত হইলেন।

রাজা, কিয়দ্দিন পরে স্বজনসহ স্বদেশে উপস্থিত হইলে, তাহাদিগকে দর্শন জন্য রাজবর্ত্ম সকল পৌরজনে পরিপূর্ণ হইল। রামাগণ রাম-সীতা দেখিবার জন্য যে, যে অবস্থায় ছিল, সে, সেই অবস্থায় ধাবিত হইল। পরিজনেরা নানা প্রকার আনন্দোৎসব করিতে লাগিল। পরে রামচন্দ্র, সহোদরগণ সমভিব্যাহারে পুরপ্রবেশ করিলে, কৌশল্যাদি রাজমহিষীগণ মঙ্গলাচরণ করিয়া বধূসহ পুত্রদিগকে গৃহে লইয়া গেলেন। পুনঃ পুনঃ পুত্রদিগের শিরশ্চুম্বন

করিতে ও বধূদিগকে ক্রোড়ে লইয়া কহিতে লাগিলেন। দেখি মা মুখ দেখি! বলিয়া চিবুক ধারণ পূর্ব্বক বদন উত্তোলন করিয়া, অবগুণ্ঠন বসন উন্মোচন করিয়া দিলে, রামাগণ রাম-সীতার অলোক-সামান্য রূপ-লাবণ্যাবলোকনে পরমাহ্লাদিনী হইয়া কহিল, আজ্ আমরা জন্মফল—নয়নফল পাইলাম। আহা! কি রূপের মাধুরী, দেখ দেখ, কি সুন্দর বদন, কি সুদীর্ঘ নয়ন, কি সুচিক্কণ কেশ, কিবা মনোহর বেশ, এবং কি সুললিত অঙ্গ-গুলি। কেহ কেহ কহিল, অয়ি সহচরীগণ! আর দেখেছ; সীতার কর-পদে যেন শতদল পদ্ম ফুটিয়া রহিয়াছে। রামাগণ ভূয়োভূয় হইয়া বধূগণের এইরূপ রূপ, গুণ, শীল, বর্ণন করিতে ও হিরণ্য সুবর্ণাদি বিবিধ বস্তু যৌতুক দিতে লাগিল। তদনন্তর রাজমহিষীগণ বধূগণকে লইয়া নানা প্রকার মহোৎসব করিতে লাগিলেন, এবং বিপ্র, দীন, অনাথদিগকে বসন, ভূষণ, ধেনু, ধন, রত্ন প্রভৃতি বিবিধ বস্তু দান করিলেন।

কিয়ৎকাল এইরূপ নিত্য নূতন উৎসব দ্বারা

অতিবাহিত হইল। একদা রাজা রাজসিংহাসনোপবিষ্ট আছেন, এমত সময়ে সেবক, সচিব, পরিজন ও পুরজনগণ রাজসন্নিকটে আসিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদিল। মহারাজ! রামচন্দ্র, রাজনীতি যুদ্ধরীতি ও সুনীতি প্রভৃতি সকল বিদ্যাতেই বিভূষিত হইয়াছেন। এক্ষণে তাঁহাকে সিংহাসনস্থ দেখিলে আমাদিগের জীবন জন্ম সফল হয়।

রাজা, রামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেক জন্য মনে মনে কল্পনা করিয়াছিলেন। সুতরাং এমতকালে পৌরজন ও আত্মীয়গণের এই সদভিলাষ তাঁহার শ্রুতিগোচর হওয়াতে অতিমাত্র পুলকে পূর্ণ হইয়া কহিলেন। হে পৌরজন! আমি মনে মনে এতজ্জন্য চিন্তান্বিত ছিলাম। যদি তোমাদের অভিলাষ হইয়া থাকে—রামকে রাজা বলিয়া স্বীকার করিতে ইচ্ছা হইয়া থাকে, তবে এতদপেক্ষা সুখের বিষয় আর কি আছে। যেহেতু যে রাজ্যের প্রজাগণ স্বেচ্ছাপূর্ব্বক রাজা মনোনীত করে, সে রাজ্যের রাজা প্রজার নিত্য কুশল। আমি বার্দ্ধক্য প্রযুক্ত রাজকার্য্য সমা-

লোচনে সমর্থ নহি, একারণ রামকে রাজ্যভার প্রদান করিয়া জীবনের অবশিষ্ট কাল পারত্রিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান দ্বারা যাপন করিব, স্থির করিয়াছি। অতএব গুরু আজ্ঞা হইলেই এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইব, বলিয়া বশিষ্ঠ সন্নিধানে গমনপূর্ব্বক বিহিত বিধানে প্রণিপাত পুরঃসর কৃতাঞ্জলি হইয়া কহিলেন। ভগবন্! রামচন্দ্র বিদ্যা. বিনয়, দয়া, দাক্ষিণ্যাদিতে বিশেষ পারদর্শী হওয়াতে রাজ্যস্থ প্রজা, মিত্র, মন্ত্রী, প্রভৃতি তাবতেই সমবেত হইয়া রাম-রাজ্যাভিষেক দর্শন জন্য সমধিক উৎসুক হইয়াছে। আমারও এই মানস যে রামকে রাজ্যপদাভিষিক্ত করিয়া ও প্রজাপালনে তৎপর দেখিয়া, জীবনের সার্থকতা সম্পাদন করি। বিশেষতঃ আমি অতি বৃদ্ধ হইয়াছি, জীবন মরণের কিছুই স্থিরতা নাই। আমার জীবিতাবস্থায় যাহাতে এই কার্য্য সম্পন্ন হয় এমত করুন। বশিষ্ঠ কহিলেন, মহারাজ! আমি পূর্ব্বেই ইহা আপনাকে বলিব মনে করিয়াছিলাম। কিন্তু বিস্মৃতিক্রমে বলা হয় নাই। ভাল হইল, যে আপনিই উত্থাপন করি-

লেন। এই শুভ কার্য্যে আমার সম্পূর্ণ সম্মতি আছে। আর বিলম্ব কিম্বা কালাকাল বিচার করিবার প্রয়োজন নাই। রাম, যে দিন যে সময় অভিষিক্ত হইবেন, সেই দিনই সুদিন ও সুসময় জানিবেন। অতএব কল্যই রামচন্দ্রকে রাজতিলক প্রদান করিতে হইবে। আপনি অভিষেকযোগ্য নানা সুতীর্থোদক, বিবিধ ওষধির মূল, ফুল, ও ফল আনয়ন; স্বর্ণালঙ্কৃত রত্নজড়িত কৌষেয়-বসন, মুকুটাদি বিবিধ ভূষণ, ছত্র ও চামর আহরণ এবং নানা মাঙ্গলিক দ্রব্যে নগর ও রাজভবন সুশোভন করুন।

বশিষ্ঠ, রাজাকে এবম্প্রকার বেদবিধি প্রদান করিয়া, রাজসদনের যে প্রকোষ্ঠে রামচন্দ্র বিরাজ করিতেছিলেন, তথায় গিয়া উপনীত হইলেন। রামচন্দ্র, তাঁহাকে সমাগত দেখিয়া দ্বার-পুরোভাগে আসিয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন, এবং গৃহে আনিয়া পাদ্য, অর্ঘ, আসন প্রদান পূর্ব্বক অতি বিনীত-বচনে বলিলেন। ভগবন্! অদ্য মমালয়ে আপনকার চরণ-ধুলি পতিত হওয়াতে দেহ ও গৃহ পবিত্র হইল।

এক্ষণে আগমন কারণ বিজ্ঞপ্তি দ্বারা দাসের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করুন। বশিষ্ঠ, রামচন্দ্রের বিনয় দর্শনে প্রীতমনে কহিলেন, হে ইক্ষ্বাকুবংশ-সম্ভূত-মহাবাহো-রামচন্দ্র! তোমার এতাদৃশ বিনয়ী হওয়া বিচিত্র নহে। যেহেতু ইহা তোমার বংশের ভূষণ। আমি যে জন্য এস্থানে আগমন করিলাম, শুনিয়া তদনুষ্ঠানে যত্নবান্ হও। মহারাজ কল্য প্রাতে তোমাকে রাজ্যাভিষিক্ত করিবেন, তজ্জন্য সস্ত্রীক সংযতেন্দ্রিয় হইয়া অবস্থান কর।

রামচন্দ্র, গুরুমুখে এই বাক্য শ্রবণ করিয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন। আমরা কয়েক ভ্রাতা একসঙ্গে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি। শয়ন, ভোজন, উপবেশন, উপনয়ন, বিদ্যাধ্যয়ন ও বিবাহাদি সংস্কার সকলই একসঙ্গে নির্ব্বাহ হইয়াছে। কিন্তু এক্ষণে দেখিতেছি, অনুজদিগকে পরিত্যাগ করিয়া কেবল আমাকেই রাজপদারূঢ় হইতে হয়। অস্মদ্বংশের একি অনুচিত রীতি। বিশেষতঃ ভরত ও শত্রুঘ্ন উভয় ভ্রাতাই অল্প দিবস হইল মাতুলালয় গমন

করিয়াছেন। পিতা এমত অসময়ে আমাকে রাজাসন প্রদান করিতে উদ্যত হইয়াছেন। গুরু বশিষ্ঠও অনুমতি দিতেছেন। কি করি উপায়ান্তর দেখি না। যাহা হউক পিতার মানস পূর্ণ এবং গুরুর আদেশ প্রতিপালন করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। এই স্থির করিয়া কহিলেন, প্রভো! যাহা আদেশ করিতেছেন, ভৃত্য তদনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইল।

এদিকে রাজা, সুমন্ত্র মন্ত্রিসহ মন্ত্রণাপূর্ব্বক নানা প্রকার অভিষেক সামগ্রী ত্বরায় আনয়ন করিতে নানা স্থানে দূত প্রস্থাপন করিলেন। এবং নগর ও রাজভবন সুসজ্জিত করিতে অনুমতি দিলেন।

অনন্তর দুতগণেরা নানা স্থান হইতে অভিষেকোপযুক্ত বিবিধ সামগ্রী আনিয়া উপস্থিত করিল। পুরদ্বারে সজল-স্বর্ণকুম্ভ ও রম্ভাতরু স্থাপিত হইল। বিবিধ বর্ণের চিত্র বিচিত্রিত ধ্বজ পতাকাদি রথে; রাজপথে ও প্রাসাদে উড্ডীয়মান হইতে লাগিল। নর্ত্তক, নাট্যকর, বাদক ও গায়কগণে নিজ নিজ বিদ্যার আলো-

চনায় প্রবৃত্ত হইল। তাহাদিগের হৃদয়তৃপ্তিকর নৃত্য, গীত, বাদ্য, দর্শন শ্রবণে সমস্ত পুরবাসিরা যেন আনন্দার্ণবে ভাসিতে লাগিল।

এমত সময়ে কেকয়ীর সহচরী মন্দমতি মন্থরা, এইরূপ নগরীয় শোভা দেখিয়া ও রাম-রাজ্যাভিষেক হইবে শুনিয়া, ঈর্ষ্যান্বিতা হইয়া ঊর্দ্ধ্বশ্বাসে বারি-পূর্ণ-নয়নে কেকয়ী সন্নিধানে গিয়া উপস্থিত হইল। কেকয়ী মন্থরাকে তদবস্থ দেখিয়া, সহাস্য বদনে কহিলেন কেমন মন্থরা! তোর দুর্ব্বাক্যের জন্য কুমার লক্ষ্মণ বুঝি কিছু শিক্ষা দিয়াছে? তাই রোদন করিতেছিস্? কিন্তু সে কিছুই উত্তর না দেওয়াতে রাজ্ঞী শঙ্কাকুলচিত্তে উৎফুল্লমুখী হইয়া কহিলেন। মহীপাল ও রামের কুশল? আর ভরতাদির ত কোন অমঙ্গল ঘটে নাই? তুই এই উৎসব সময়ে অমন করিয়া রহিলি কেন? শীঘ্র বল্।

মন্থরা, অনেকক্ষণ পরে দীর্ঘায়তন নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক কহিল রাজমহিষি! যে রাম কাল্ রাজা হইবেন, তাঁহার কুশল কি আবার জিজ্ঞাসিতে হয়। যা-হোক্ রাম-মাতা ভাল

সৌভাগ্যবতী যে তাঁহাকে লোকে রাজ-মাতা বলিবে। আপনি যে সর্ব্বদাই সদর্পে বলিতেন মহারাজ আপনাকে বড় ভাল বাসেন। কৈাই, আমিত তাহার কিছুই চিহ্ন দেখিতে পাই না। রাজা কেমন কৌশল করিয়া তোমার পুত্র-দিগকে বিদেশ পাঠাইয়া দিলেন এবং তোমার সপত্নীপুত্রকে রাজা করিলেন। ইহাতে যত ভাল বাসেন তা জানা গেল।

কেকয়ী, মন্থরার এতদ্বাক্য শ্রবণে সাতিশয় রুষ্টা হইয়া কহিলেন। আ-মর ঘরভাঙি! তোর যত বড় মুখ, তত বড় কথা। আর যদি তুই অমন কথা বলিবি; তবে তোর জিভ কাটিয়া দিব। দূর-হ দূর-হ।

মন্থরা, এইরূপে তিরস্কৃতা হইয়া উচ্চৈঃ-স্বরে কাঁদিতে লাগিল। তদ্দৃষ্টে রাজ্ঞীর অন্তঃ-করণে কিঞ্চিৎ দয়ার সঞ্চার হইলে, তাঁহাকে নানা প্রকার প্রবোধ বাক্য কহিতে লাগিলেন। প্রিয়সখি! তোমার প্রতি আমার স্বপ্নেও কোপ নাই। কেবল তোমাকে কিঞ্চিৎ শিক্ষা দিলাম, যে এমন দুর্ব্বচন আর না বল। সহচরি! তোমার

বাক্য সুসিদ্ধ হউক। কল্য যদি রাম, রাজা হন তবে তুমি যাহা চাহিবে তাহাই দিব; তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিব। ক্রোধভরে নানা প্রকার কুবচন বলিয়াছি, কিছু মনে করো না। জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রভু এবং কনিষ্ঠ পুত্রেরা তাহার সেবক, দিনকর-কুলের এই রীতি তুমি কি বিদিত নহ? আর আমার ভরতে ও রামে বিশেষ কি? বিশেষতঃ রামচন্দ্র অতি সুশীল, সুমিত্রা ও আমাকে স্বমাতৃ নির্ব্বিশেষে শ্রদ্ধা, ভক্তি, করিয়া থাকেন, এবং আমরাও স্বপুত্র নির্ব্বিশেষে স্নেহ করিয়া থাকি। কোন মতেই সপত্নীপুত্র বলিয়া জ্ঞান করি না। রাম, আমার আজ্ঞা না লইয়া প্রায় কোন কর্ম্মই করেন না। ঈশ্বর সন্নিধানে একান্তমনে প্রার্থনা করি, যেন জন্মান্তরে রামচন্দ্রকে স্বগর্ভে ধারণ করি ও সীতাকে বধূরূপে প্রাপ্ত হই। রামচন্দ্র সকলেরি বিশেষ প্রিয়পাত্র এবং আমার প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তর। অতএব তুমি রামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেক দর্শনে ক্ষোভিত হইতেছ কেন? এই হর্ষ সময়ে তোমার এতাদৃশ বিষাদের বিশেষ কারণ কি বল। শুনিতে ইচ্ছা করি।

মন্থরা কাতরস্বরে কহিতে লাগিল। রাজ-রাণি! আমি তিরস্কারেই বিলক্ষণ পুরস্কৃতা হইয়াছি। আর আপনার দয়া প্রকাশে ও পুর-স্কার প্রদানে কাজ নাই। বিধাতা কুরূপ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, সুতরাং নিতান্ত পরবশ হইয়া দাস্যবৃত্তি দ্বারা পরান্নে দিনপাত করিতেছি। যে কেহ রাজা হউন না কেন, তাহাতে আমার ক্ষতি বৃদ্ধি কি? আমি দাসী-বই আর রাণীও হবো না, এবং রাজসিংহাসনেও বস্‌তে যাব না। তবে কি; আমার এই স্বভাব যিনি প্রতিপালন করেন, তাঁহার ভাল বই মন্দ দেখিতে পারি না। তজ্জন্যই (মুখ-না-ঘা) একটা কথা বলিয়া ছিলাম। এজন্য যে দোষ হইয়াছে, হে দেবি! পায়ে ধরি ক্ষমা কর, বলিয়া পদতলে বিলুণ্ঠিতা হইতে লাগিল। রাজ্ঞী, তাহাকে পরম হিতৈ-ষিণী জ্ঞান করিয়া পুনঃ পুনঃ ব্যগ্রতা ও কাতরতা প্রদর্শন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন। প্রিয়সখি! কোপভরে দুটো দুর্ব্বচন বলিয়াছি বলিয়া, কি এখনও তোমার রাগ পড়ে নাই?

মন্থরা, রাণীর এইরূপ বাক্যে কিঞ্চিৎ আশ্বা-

সিত হইয়া অনতিদীর্ঘশ্বাসে কহিতে লাগিল। রাজমহিষি! আপনি আমার গৃহভেদিনী নাম রাখিয়াছেন এবং জিহ্বাচ্ছেদন করিতে চাহিয়াছেন। সুতরাং এখন অবধি আর ভাল মন্দ কোন বিষয়েই কথা কহিব না যেহেতু বোবার শত্রু নাই। এই বলিয়া গমনোদ্যতা হইলে. কেকয়ী তাহার বসনাঞ্চল ধারণ করিয়া হাস্য মুখে কহিলেন। অয়ি আত্মগুণাবমানিনি। আমার প্রতি প্রসন্না হইয়া মনোমালিন্য দূর কর, আমাকে ক্ষমা কর। আর আমি তোমাকে কখনই কিছু বলিব না। তুমি কি জন্য ঐরূপ কথা বলিলে বল।

মন্থরা, রাজ্ঞীর এইরূপ বাক্য শুনিয়া গর্ব্বিত বচনে কহিল। আপন হিতাহিত জ্ঞানহীন পশু পক্ষীরাও বুঝিতে পারে। কিন্তু তুমি যে রাজমহিষী হইয়া স্বীয় মঙ্গলামঙ্গল বুঝিতে পার না এই আশ্চর্য্য। তুমি কহিলে, রামচন্দ্র তোমার প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়তর; সে সত্য। ফলতঃ সময়ের গুণে সকলি বিপরীত হয়। দেখুন; ভানু যেমন কমলকুলবান্ধব হইয়াও গ্রীষ্মাদি কাল-

মাহাত্ম্যে বারি-বিনিময়ে খরকর-বিতরণ দ্বারা কমলদল দগ্ধ করে। বারি যেমন স্পর্শ শীতল হইলেও আতপাগ্নি সহযোগে বিপরীত রীতি অবলম্বন করে। মানবেরা যেমন দণ্ডনীতি পরতন্ত্র হইলে আর এক প্রকার ভীষণাকার পরিধারণ করে। রামচন্দ্রও তোমার পক্ষে সেইরূপ হইবেন। আর সে দিন নাই, যে, রাম তোমার অনুগত থাকিবেন। রাম, রাজা হইলে তোমার দুঃখের পরিসীমা থাকিবে না। তবে যদি পুত্র সহ সপত্নীসেবা পরায়ণা হইয়া থাকিতে পার, তাহা হইলে অন্ন বস্ত্রের ক্লেশ পাইবে না, এই মাত্র। অয়ি কেকয়াত্মজে! তোমার এই সকল ভাবি অমঙ্গল আমার নয়নপথে পতিত হওয়াতেই আমি ঐ উৎসব দর্শনে ক্ষুণ্ণা হইতেছি।

এইরূপ নানা প্রকার অসদুপদেশ প্রদান করিলেই হউক, কিম্বা দৈবদুর্ব্বিপাক বশতই হউক, কেকয়ী একবারেই রাম-বিদ্বেষিণী হইয়া উঠিলেন এবং কহিলেন। প্রিয়সখি! তুমি যথার্থ কহিয়াছ। অদ্য প্রাতঃকাল হইতে অনবরতই আমার দক্ষিণাক্ষি স্পন্দিত হইতেছে, প্রত্যহই

রাত্রিকালে নানা প্রকার দুঃস্বপ্ন দেখিয়া থাকি। স্বীয় মূঢ়তা প্রযুক্ত তাহা তোমাকেও বলি নাই। সখি! কি করিলে যে কি হইবে, তাহা আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। আমি প্রাণান্তেও সপত্নীসেবা করিতে পারিব না। হা বিধে! কি পাপ জন্য তুমি আমাকে চিরদুঃখিনী করিতে উদ্যত হইয়াছ বলিতে পারি না। রাজ্ঞীর এই বাক্য অতি যথার্থ কথিত হইয়াছিল। কারণ যে কার্য্যে প্রবৃত্তা হইতেছেন, তাহাতে পরিণামে চিরদুঃখিনীই হইবেন।

মন্থরা কহিল রাজমহিষি! এক উপায় আছে, যদি করিতে পারেন তবে অনায়াসেই সদুপায় হইতে পারে। কিন্তু বলিতে সাহস হয় না। রাজ্ঞী কহিলেন মন্থরে! তুমি আমার পরম হিতার্থিনী, অন্য কথা কি; আমি তোমার বাক্যে কূপমধ্যে পতিত হইতে এবং পতিপুত্রও ত্যাগ করিতে পারি। তুমি আমার হিতের জন্য যাহা কহিবে তাহা কেন না করিব।

অনন্তর মন্থরা কহিল রাজরাণি! মহারাজ আপনকার প্রেমপাশে একান্ত বদ্ধ আছেন।

অতএব মানিনী হইয়া বেশভূষা পরিত্যাগ করিয়া শয়িত থাকুন। রাজা আসিয়া নানা প্রকারে মানভঙ্গের চেষ্টা পাইলে কোন মতেই মানভঙ্গ করিবেন না, বরং সমধিক মানভরে থাকিবেন। পরে তিনি যখন সাতিশয় কাতরতা প্রদর্শন পূর্ব্বক কহিবেন "ভামিনি! আমি শপথ পূর্ব্বক কহিতেছি, ধন প্রাণ যাহা চাহিবে তাহাই তোমাকে প্রদান করিব।" তখন মান-মোচন করিয়া এই দুই বর প্রার্থনা করিবেন, যে এক, ভরতকে রাজ্যদান এবং দ্বিতীয়, রাম-চন্দ্রকে তাপসবেশে চতুর্দ্দশ বৎসরের জন্য বনবাস প্রদান করুন। আমি গণক দ্বারাও গণিয়া জানিয়াছি ভরত রাজা হইবেন। অত-এব আপনি এইক্ষণেই ঐ ক্রিয়ার অনুষ্ঠানে প্রবৃত্তা হউন।

মন্থরা, রাজ্ঞীকে এইরূপে সুশিক্ষিতা করিলে তিনি তদনুষ্ঠানে প্রবৃত্তা হইয়া অঙ্গ হইতে অল-ঙ্কার সকল উন্মোচন করিয়া ক্রোধভরে যেন কালভুজঙ্গিনীর ন্যায় রাজাকে দংশন করিবার আশয়ে শয়িত রহিলেন।

এ দিকে রাজা, অভিষেকের সমুদয় আয়োজন প্রস্তুত দেখিয়া, মন্ত্রিদিগকে কহিলেন। অমাত্যগণ! অদ্য নানা বিষয়ে সমধিক শ্রম করাতে অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছি, এজন্য অন্তঃপুরে চলিলাম। আর যাহা অনুষ্ঠেয় থাকে, তাহা তোমরাই সম্পন্ন কর, বলিয়া সায়ংসময়ে সভা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া অন্তঃপুরে গিয়া কেকয়ী মন্দিরে প্রবেশিলেন। দেখিলেন, মহিষী বিবর্ণবেশা, আলুলায়িত-কেশা, এবং ধূলিতে বিলুণ্ঠিতা হইতেছেন। তদ্দৃষ্টে তাঁহার মনোমধ্যে পরম নির্বেদন উপস্থিত হইল। তিনি সাতিশয় কাতর হইয়া আস্তে আস্তে নিকটে গিয়া উপবেশন করিলেন এবং কহিতে লাগিলেন। প্রিয়ে। একি? অঙ্গে অলঙ্কার নাই; ভূমিতে শয়ন করিয়া আছ; রোদন করিতেছ; কেন কি হইয়াছে? কে তোমাকে অপমানিত করিয়াছে? কোন্ পাপাত্মা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক জ্বলন্ত অগ্নিতে ঝম্প প্রদানে উদ্যত হইয়াছে—কেই বা যমভবন গমনে ইচ্ছুক হইয়াছে? কি জন্য রাগান্বিতা ও মানিনী হইয়া

আছ? বল। কোন্ ব্যক্তিকে দেশ হইতে দূরীকৃত; কোন্ রাজাকে রাজ্যবহিষ্কৃত এবং কাহার মস্তক আনিয়া তোমার পদতলে নীত করিব? হে চারুহাসিনি চন্দ্রাননে! অন্যের কথা কি; তোমার অরি অমর-দল দলনেও দশরথ সমর্থ। হে গজেন্দ্রগামিনি, কোকিল-বাদিনি! কি করিলে তোমার মনোরথ পূর্ণ হয় বল, এখনি করিতেছি। প্রিয়ে! আমি আর তোমার সজলনয়ন ও মলিন বদন অবলোকন করিতে পারি না। যদি তনু, তনয় দানে তোমার হাস্যানন সন্দর্শন হয়, তাহাও প্রদানে প্রস্তুত আছি। আমি রাম-শপথ পূর্ব্বক কহিতেছি, যদি তোমার প্রার্থনা পরিপূরণে কোন মতে কৃপণতা করি, তবে যেন আমার সমুদয় সুকৃত নষ্ট হয়। আর অনৃতবাদীরা যে রৌরব নরকে গমন করে, এবং তাহাদিগের যে যে দুর্গতি প্রাপ্তি হয়, আমি যেন সেই স্থানে গমন করিয়া, সেই সেই যাতনা ভোগ করি। প্রাণেশ্বরি! এই উৎসব সময়ে এরূপ বিষণ্নবেশে অবস্থান করা ভাল নহে। উঠ, মান-মোচন

কর, এবং বেশবিন্যাস সমাধান করিয়া, অভিষেকের মঙ্গল আয়োজন প্রস্তুত কর, বলিয়া হস্তধারণ পূর্ব্বক উত্তোলন করিয়া (অঙ্কে) নিকটে উপবেশন করাইলেন, এবং পুনঃ পুনঃ কহিতে লাগিলেন। বিধুমুখি! কি চাহ বল।

রাজা, স্বীয় স্ত্রৈণতাস্বভাবহেতু শপথপূর্ব্বক এবম্বিধ বাক্য কহিলে, কুমতি কেকয়ী দৈববিড়ম্বিতা হইয়া যেন রাজার মনোরথ বনের সুখ-বিহঙ্গগণকে নষ্ট করিবার জন্য বচন-বাজ নিক্ষেপ করিলেন। মহারাজ! যদি অধীনীর মনস্কামনা পরিপূর্ণ করিবেন, তবে ভরতকে রাজ্যদান এবং রামচন্দ্রকে তাপসবেশে চতুর্দ্দশ বৎসরের জন্য বনবাস প্রদান, এই দুই বরদান দ্বারা কৃতার্থা করুন। কেকয়ীর এই বাক্য শ্রবণমাত্র রাজার বদন বিবর্ণ হইয়া আইল, বাক্‌শক্তি রহিত হইল, এবং কম্পিত কলেবরে ছিন্নপক্ষ বিহঙ্গের ন্যায়, বাতাহত বৃক্ষের ন্যায়, বিদ্যুদাহত জলদের ন্যায় ভূতলে পতিত হইয়া সংজ্ঞাশূন্য হইলেন। অনেকক্ষণ পরে কিঞ্চিৎ চৈতন্য হইলে, অতিমাত্র ব্যাকুলিতান্তঃকরণে কহি-

তে লাগিলেন। আঃ পাপীয়সি! তোর মুখ হইতে এই বাক্য বাহির হইতে জিহ্বা গলিত, ও হৃদয় শতধা বিদীর্ণ হইল না? হা হতভাগিনি! তুমি দুর্ম্মতি ও দুর্ব্বাসনা পরতন্ত্র হইয়া সুখভ্রমে দুরপনেয় দুঃখকে আহ্বান করিতে,—স্বকরে নিজ নয়ন নিষ্কাসিত করিতে উদ্যতা হইয়াছ? হা পিশাচিনি! পতির প্রাণসংহারে প্রবৃত্তা হইতেছ! হা হা! অযোধ্যাপুরী, সমুদয় পরিজন, পুরজন সহিত নিরানন্দ-সাগরে মগ্ন করিতে মনস্থ করিয়াছ? ইহাতে তোমার সুখ কোথায়। হা মন্দভাগিনি! কিছুই পরিণাম বিবেচনা নাই। রাম, তোমার কি অপকার করিয়াছে, যে তৎপ্রতি কুপিতা হইয়াছ? রাম, অরিগণেরও আনন্দ-বর্দ্ধক, সুতরাং তৎকর্ত্তৃক যে তোমার কোন অনিষ্ট বা অমঙ্গল উৎপাদিত হইয়াছে, বা হইবে, এমত কোনমতেই সম্ভব নয়। হা নৃশংসে! ইতিপূর্ব্বে যে তুমি সর্ব্বদাই রাম-গুণ-বর্ণনে রতা ছিলে? এক্ষণে এমত দুর্ম্মতি ও দুরাশয় কেন হইলে?।

অনন্তর রাজা, কেকয়ী বুঝি রহস্য করিতেছে, মনে মনে এই চিন্তা করিয়া কহিলেন। প্রিয়ে! তুমি কি আমার মন জানিবার জন্য এরূপ বাক্য বলিলে? ইহা কি রহস্য? না; তোমার মনের কথা? না-না, এমত অসদ্বাসনা কখনই তোমার মনোগত না হইবেক। হৃদয়েশ্বরি! যাহাতে প্রাণবিয়োগ হয় এমত রহস্য করা ভাল নয়।

কেকয়ী ক্রোধভরে কহিলেন, মহারাজ! ভরত কি আপনার পুত্র নহে, যে তাহার নাম শুনিয়াই জ্বলিয়া উঠিলেন! আপনি যে এইমাত্র শপথ পূর্ব্বক কহিলেন, আমি যাহা চাহিব তাহাই প্রদান করিবেন। সে কি আপনার অলীক কথা! যাহা হউক, আমার যাহা কামনা, তাহা বিদিত করিলাম। ইচ্ছা হয় পূর্ণ করুন, ইচ্ছা না হয় না করুন, তাহাতে আমার ক্ষতি কি?।

রাজা, তখন কেকয়ীর অসদভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া সাতিশয় কাতর হইয়া কহিতে লাগিলেন। প্রিয়ে! প্রীতি রীতি পরিত্যাগ করিয়া এরূপ বাক্য বলিতেছ কেন? তোমার বুদ্ধি

বিকৃতা হইল কেন? তুমি কি জান না, যে ভরত ও রাম আমার দুই নয়ন স্বরূপ—দেহ ও প্রাণ-স্বরূপ। আমি কেবল রাজনীতি অনুসারে জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ বিবেচনায় রাজাসন প্রদানের সঙ্কল্প করিয়াছি, এই মাত্র। ইহাতে যে তোমার মত লই নাই, ইহা অতি অন্যায় কর্ম্ম হইয়াছে। রামচন্দ্রের রাজ্যে, কি অন্য কোন বিষয়েই লোভ নাই। বিশেষতঃ ভরত, রামের পরম প্রিয়পাত্র। অতএব আমি কল্য প্রাতেই ভরত শত্রুঘ্নকে আনিবার জন্য কেকয়-রাজ্যে দূত পাঠাইব। ভরত এখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেই সুদিন দেখিয়া রাজতিলক প্রদান করিব, ইহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। প্রাণ-বল্লভে! এক্ষণে কোপ সম্বরণ করিয়া রামকে রাজ্য-দান এবং আমার প্রাণ-দান কর। যদি মীনগণ জীবন বিনা জীবিত থাকিতে; প্রাণ বিনা দেহ ও দেহ-বিনা প্রাণ থাকিতে পারে; তথাচ রাম-বিনা আমার জীবন থাকিবার কোন সম্ভাবনা নাই। প্রিয়ে! আমি তোমার চরণে ধরি, তুমি আমাকে রাম-বিরহ যাতনা প্রদান

করিও না। আর যাহা চাহ এখনি দিতেছি; বরং এইক্ষণেই এই মস্তক লহ বলিয়া, তাঁহার চরণে নিপতিত হইয়া লুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন। রাজার তৎকালীন অবস্থা দেখিলে নিষ্করুণ হৃদয়ও একবার কারুণ্যরসে আর্দ্রীভূত হয়। কিন্তু ক্রূরহৃদয়া কেকয়ীর অন্তঃকরণে কিঞ্চিন্মাত্রও করুণার সঞ্চার হইল না। তিনি সমধিক কুপিতা হইয়া কহিতে লাগিলেন। মহারাজ! যদি আপনার দান করিবার ক্ষমতা নাই, তবে কেন, বিবেচনা করিয়া কথা কহিলেন না? আপনি দাতাও হইবেন, এবং কৃপণতাও করিবেন, এ অতি বিচিত্র! আর এক্ষণে সামান্য জনের ন্যায় বৃথা শোচনার প্রয়োজন কি?। সত্য পরিত্যাগ করিয়া অপযশ-ভাগী; অথবা প্রতিপালন করিয়া জগতে যশস্বী হউন। হে সত্যসন্ধ-ধর্ম্মসেতো! ধর্ম্মপরায়ণ জনগণের পক্ষে তনু, তনয়, ধন, ধাম, ধরণী তৃণতুল্য হয়। দেখুন পূর্ব্বগত ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মগণ সত্যপালন জন্য কিরূপ ক্লেশ সহ্য করিয়াছিলেন। এই সত্যপাশবদ্ধ-

হেতু দধীচি মুনি প্রাণদান, শিবি ও বলি রাজা সর্ব্বস্ব দান করিয়াছিলেন; তথাচ সত্যপ্রতি-পালনে—প্রতিশ্রুত প্রতিপালনে পরাঙ্মুখ হয়েন নাই। মহারাজ! আপনি অতি সামান্য বরদানে যে কাতর হইতেছেন, ইহা বড় লজ্জার কথা। আর ইহাও জানিবেন, কল্য প্রাতঃকাল হইবামাত্র রাম, যদি মুনিবেশ ধারণ করিয়া বনগমন না করেন, তবে আমার মৃত্যু নিশ্চিত রহিয়াছে, এবং আপনার এই অযশ চিরকাল জগতে জাগরূক থাকিবে। এই বিবেচনায় যাহা কর্ত্তব্য হয় করুন।

রাজা, কেকয়ীর এই বাক্য শুনিয়া সাতিশয় বিষণ্ণচিত্তে শিরে করাঘাতপূর্ব্বক হা রাম! হা রঘুনন্দন! এই বাক্য বলিতে বলিতে মূর্চ্ছাগত হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে চেতন পাইয়া আর্ত্তস্বরে কহিতে লাগিলেন। হায়! আমি কি মূঢ়, কি জ্ঞানান্ধ, যে স্বীয় নির্ব্বুদ্ধি বশতঃ স্ত্রীকর্ত্তৃক প্রতারিত হইলাম। কেনই বা স্ত্রীর প্রতি বিশ্বাস করিয়া সত্যপাশে বদ্ধ হই-লাম। হায়! আমি কি কামান্ধ, শপথ করিবারই

বা কি প্রয়োজন ছিল। আমার কিছুই বোধ নাই। জানিলাম অগ্নি যেমন সমস্ত বস্তুই দগ্ধ করে; সাগর যেমন নদ, নদী প্রভৃতিকে গ্রাস করে; এবং কাল যেমন স্থাবর জঙ্গম ও প্রাণিমাত্রকেই ধ্বংস করে। সেইরূপ স্ত্রী-লোকেরাও সকল কর্ম্মই করিতে পারে। উহা-দিগের অসাধ্য কোন কর্ম্মই নাই। এক্ষণে উপায় কি? সত্যলঙ্ঘন করিলে ধর্ম্ম হানি হয়, এবং প্রতিপালন করিলে প্রাণ যায়। যাহা হউক, নশ্বর শরীরের জন্য কোনমতেই অনৃত-বাদী হওয়া উচিত নহে। যেহেতু এই জগতী-তলে সত্যই সার পদার্থ; তদ্ব্যতীত সকলি অসার। বিশেষতঃ কোন ব্যক্তিকে কিছু দান করিব অঙ্গীকার করিয়া প্রদান না করা—আশা দিয়া নিরাশ করা নরাধমের কর্ম্ম। যাহারা প্রতিশ্রুত প্রতিপালন না করে, তাহাদিগের অপেক্ষা পাপাত্মা আর নাই। জীবন চির-স্থায়ী নহে, অবশ্যই এক দিন মরিতে হইবে। না হয়; এইক্ষণেই প্রাণ-বায়ু বিযুক্ত হউক, সেও ভাল। তত্রাপি মিথ্যা কথা বলিয়া নরক-

গামী হইব না। এই স্থির করিয়া পুনর্ব্বার কেকয়ীকে সম্বোধিয়া কহিলেন, অরে অভাগিনি! তোর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হউক, এবং তৎসঙ্গে আমার প্রাণবায়ুও গমন করুক। আঃ পাপিনি! তোর দুরাশা জন্য মম মানস পূর্ণ হইল না—রাম-রাজ্যাভিষেক দর্শন হইল না? অহহ! কোন্ কর্ম্মের ফলে আমার এতাদৃশ মনস্তাপ ঘটিল? কোন্ নির্দ্দোষির প্রাণ হনন করিয়াছিলাম; কাহার মনোবেদনা দিয়াছিলাম বলিতে পারি না। এ সকল বিঘটন ঘটনা অবশ্যই আমার কোন না কোন পাপের ফল সন্দেহ নাই। নতুবা তোর দুর্ম্মতি এবং আমার বুদ্ধিভ্রংশ কেন হইবে। রাজা এইরূপ নানা প্রকার বিলাপ ও পরিতাপ করিতে করিতে মদ-বিহ্বলের ন্যায়, শোকেতে বিহ্বল হইয়া রসনায় কেবল "রাম রাম" রটনা পূর্ব্বক যামিনী যাপন করিলেন।

রজনী প্রভাতা হইবামাত্র শঙ্খ, ঘণ্টা, বেণু, বীণা ধ্বনি হইতে আরম্ভিল। স্তুতিপাঠকেরা স্তুতিপাঠ করিতে লাগিল। বিপ্র, মন্ত্রী ও

সভাসদগণ ত্বরান্বিত হইয়া সভারূঢ় হইতে এবং পৌরজনেরা নানা প্রকার উপহার দ্রব্য সমভিব্যাহারে রাজভবনে আগমন করিতে লাগিলেন।

রামচন্দ্র, প্রাতঃকৃত্যাদি সমাধানানন্তর রাজ-পরিচ্ছদ পরিধান পূর্ব্বক সভারোহণ করিয়া যথাযোগ্য রূপে সভাস্থ জনগণের সম্বর্দ্ধনান্তে উপবেশন করিলেন। বেলা প্রায় দুই দণ্ড হইল, তথাচ রাজাকে সভায় আসিতে না দেখিয়া, সমস্ত লোকে রাজার আগমন প্রতীক্ষায় মুহুর্মুহু চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন।

তখন বশিষ্ঠ মুনি, সুমন্ত্রকে কহিলেন, মন্ত্রিন্! নরপতি প্রত্যহ প্রত্যূষেই গাত্রোত্থান করিয়া থাকেন। কিন্তু অদ্য রামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেক হইবে, ইহা জানিয়াও কেন এখন আসিতেছেন না; কারণ কি? মন্ত্রী কহিলেন প্রভো! আমি কিছুই বিদিত নহি। বশিষ্ঠ বলিলেন, তবে যাও; আর বিলম্ব করিবার প্রয়োজন নাই। রাজা কি জন্য আসিতেছেন না, শীঘ্র জানিয়া

আইস। যদি কোন পীড়া না হইয়া থাকে, তবে ত্বরায় সভায় আসিতে বল।

সুমন্ত্র, বশিষ্ঠের উপদেশানুসারে অন্তঃপুরে গিয়া দেখিলেন, রাজার অঙ্গ অবশ হইয়া ভূতলে পতিত রহিয়াছে। নয়ন হইতে অনর্গল বারিধারা স্রোতের ন্যায় বহিতেছে। বদন হইতে অবিরত "রাম রাম" এই বাক্যটী নির্গত হইতেছে। অচলচিত্ত মন্ত্রী, রাজার এইরূপ অবস্থা দেখিয়া অতিমাত্র বিষাদে বিচল-চিত্ত হইয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন। আমি এই মাত্র রাজকুমারকে সভায় দেখিয়া আসিতেছি, এবং তাঁহার কোন অশুভ ঘটনা হয় নাই, তাহাও বিশেষ রূপে বিদিত আছি। তবে কেন, রাজা রাম রাম করিয়া বিলাপ করিতেছেন? ইহার হেতু কি? অসাম ধীশক্তি-সম্পন্ন মন্ত্রী, এইরূপে নানা প্রকার চিন্তা করিতে লাগিলেন। কিন্তু মনোবুদ্ধির অগোচর কেকয়ীর কুমন্ত্রণার কিছুই মর্ম্মোদ্ভেদ করিতে পারিলেন না। কিয়ৎক্ষণ বিলম্বে রাজা, একবার নয়নোন্মীলন করিলে, সুমন্ত্র প্রণিপাত পুরঃসর

নিবেদিলেন, হে ধর্ম্মধুরন্ধর! ত্বদীয় সুমন্ত্র মন্ত্রী প্রণাম করিতেছে, এবং মহারাজের কি মনোবেদনা উপস্থিত হইয়াছে, ভৃত্য তাহা জানিতে পারিলে তদুপশমের চেষ্টা পায়।

রাজা, সুমন্ত্রকে দেখিয়া কাতরস্বরে কহিলেন, অমাত্য! আর কি দেখিতেছ? আমি স্ত্রীরূপা কালভুজঙ্গী কর্ত্তৃক দংশিত হইয়াছি। প্রাণবিয়োগের বড় বিলম্ব নাই। শীঘ্র রামরূপ দর্শন করাও।

সুমন্ত্র, রাজার এই বাক্যের ভাবার্থ বুঝিতে না পারিয়া বিষণ্ণচিত্তে হতবুদ্ধির ন্যায়, অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইয়া, রাম নিকটে গিয়া কহিলেন। অধিরাজ! মহারাজ, শোক সন্তপ্ত হৃদয়ে জ্ঞানহত হইয়া আছেন। জানি না, কি কারণে তাঁহার এই দশা ঘটিয়াছে। কেবল এই মাত্র কহিলেন, যে "শীঘ্র রামরূপ দর্শন করাও।"

রামচন্দ্র, মন্ত্রিমুখে পিতার অমঙ্গল বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া সাতিশয় দুঃখিত অন্তঃকরণে তাঁহার সহিত অন্তঃপুরে গিয়া, নরপতির বিষণ্ণ আকার সন্দর্শনে শোকে অধৈর্য্য এবং নয়ন-

নীরে পরিপ্লুত হইলেন। পরে নেত্রনীর মোচন করিতে করিতে পিতৃপদে প্রণাম করিয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে নিস্তব্ধ হইয়া দণ্ডায়মান রহিলেন।

সুমন্ত্র, রাজাকে সম্বোধিয়া কহিলেন রাজন্! ত্বদীয় প্রাণেশ্বর রাম, প্রণাম করিতেছেন, আশীর্ব্বাদ প্রদান করুন, এবং কি মনোযাতনা উপস্থিত হইয়াছে বলুন। আমরা তাহা নিবারণের উপায় করি।

রাজা, নয়নোদ্ঘাটন পূর্ব্বক রামচন্দ্রের মুখারবিন্দ নিরীক্ষণ করিয়া অভূত-পূর্ব্ব-দীর্ঘ-নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন। বৎস! এ জন্মের মত আমাকে একবার পিতা বলিয়া ডাকিয়া শ্রুতিসুখ প্রদান কর—গাঢ় আলিঙ্গন দান দ্বারা তাপিত অঙ্গ সুশীতল কর। আর ঐ পাপিনী, পতিপুত্র-ঘাতিনী, নির্দ্দয়া, নির্ম্মায়া, কেকয়ী, কি বলে শুন।

রামচন্দ্র, রাজার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বিনীত বচনে কেকয়ীকে জিজ্ঞাসিলেন। মা! পিতার শোকের কারণ কি বলুন। যদি সাধ্য হয় নিবারণে যত্ন করি।

কঠিন-হৃদয়া কেকয়ী, অম্লানবদনে কহিলেন, বৎস! মহারাজ আমাকে দুই বর দানে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। তজ্জন্যই আমি ভরতের রাজ্য-প্রাপ্তি এবং তোমার বনবাস এই দুই বর প্রার্থনা করাতে, তোমার প্রতি সাতিশয় স্নেহপ্রযুক্ত রাজার এরূপ অবস্থা হইয়াছে। যদি তোমার পিতৃবাক্য প্রতিপালন করা—পিতাকে সত্যপাশ হইতে মুক্ত করা কর্ত্তব্য হয়, তবে এইক্ষণেই এই রাজবেশ পরিহার পূর্ব্বক তাপসবেশে চতুর্দ্দশ বৎসরের জন্য বন-গমন কর।

সদা-সন্তোষ পরায়ণ সুশীল রামচন্দ্র, কেকয়ীর এই বাক্য শুনিয়া, অক্ষুব্ধ-চিত্তে—হর্ষ-বিষাদ [illegible]ত-চিত্তে কহিতে আরম্ভিলেন। মা! শুনিয়াছি, কাননে স্বভাবজাত বহুবিধ ফল, মূল ও গিরি-প্রস্রবণ বিনির্গত সুশীতল বারি প্রাপ্তি হয়—প্রশান্ত স্বভাব, মনীষাসম্পন্ন মুনিগণের সহিত সমাগম হয়। এমত শান্ত-রসাস্পদ রম্যারণ্যে গমন করিতে পিতার আদেশ হইতেছে এবং তাহাতে আপনারও

সম্মতি আছে। বিশেষতঃ প্রাণাধিক ভরত রাজ্য-প্রাপ্ত হইবেন। অতএব আমা অপেক্ষা আর ভাগ্যবান্ কে? জানিলাম, বিধাতা আজি সর্ব্ব বিধায়েই মৎপ্রতি সুপ্রসন্ন। মা! আমি যদি এমত কার্য্যে বন-গমন না করিব, তবে কি মূঢ়ের মধ্যে গণ্য হইব? কল্পতরু ত্যাগ করিয়া কি এরণ্ড বৃক্ষের সেবা করিব? অমৃত ত্যাগ করিয়া কি হালাহল লইব? পিতা, মাতার আজ্ঞা অবহেলন করিয়া কি অধোগতি প্রাপ্ত হইব? জননি! সেই পুত্র ধন্য, যে জনক জননীর আজ্ঞানুবর্ত্তী, হিতানুষ্ঠায়ী ও সেবা শুশ্রূষায় রত হয়। কিন্তু মা! আমার মনোমধ্যে এই দুঃখ এক্ষণে প্রদীপ্ত হইতেছে যে এই অতি সামান্য বিষয়ে কি পিতার এমত মহৎ শোক উদ্দীপিত হইয়াছে, না; আমি কোন বিশেষ অপরাধ করিয়াছি, তজ্জন্যই পিতার একপ অবস্থান্তর হইয়াছে? বলুন। যদি মস্তক দান দ্বারাও পিতার শোকাপনোদন হয়, তাহাও এইক্ষণে পিতৃপদে প্রদান করিতেছি।

কেকয়ী কহিলেন, বৎস! মহারাজের শোকের

কারণ আমি কেবল এইমাত্র জানি। আর তুমি সেরূপ পুত্র নহ, যে পিতার কোন অহিতাচরণ করিবে। এক্ষণে মহারাজকে বুঝাইয়া বল এবং এই শেষাবস্থায় যাহাতে তাঁহার অযশঃ না হয়, তাহাই অনুষ্ঠান কর।

রামচন্দ্র, কেকয়ীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া পিতাকে সম্বোধিয়া কহিলেন, পিতঃ! মাতৃমুখে যাহা শুনিলাম তজ্জন্য আপনি এতাদৃশ শোকাকুল হইতেছেন কেন? এ অতি সামান্য বিষয়, আপনি ভরতাদিকে পরিত্যাগ করিয়া আমাকে সিংহাসনস্থ করিতে মানস করাতে, আমি মনে মনে নিতান্ত ক্ষুণ্ণ ছিলাম। কিন্তু আপনার আজ্ঞা লঙ্ঘন ভয়ে কিছু বলি নাই। এক্ষণে প্রাণাধিক ভরতের রাজ্যপ্রাপ্তি এবং আমার বনবাসের অনুজ্ঞা হওয়াতে যে কি পর্য্যন্ত সুখী হইয়াছি বলিতে পারি না। তাত! বহুদিবসাবধি আমার বিপিন-বাস বাসনা ছিল। অদ্য মাতৃপ্রসাদাৎ তাহা সুসিদ্ধ হইল। অতএব আপনি খেদিত হইবেন না, আমি নিরূপিত কাল কাননে অতিবাহিত করিয়া, দেশে প্রত্যা-

গমন পূর্ব্বক পুনর্ব্বার চরণ শরণ লইয়া স্বীয় আত্মাকে পবিত্র এবং আপনার ক্ষুভিত চিত্তকে সন্তোষিত করিব। আপাততঃ মাতার নিকট বিদায় হইয়া আসি, এই বলিয়া পিতৃপদে প্রণাম করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

নগর মধ্যে এই বিপৎপাতের সমাচার প্রচার হইলে, নগরীয় সমস্ত নরনারী শোকে অভিভূত হইল। যে, যেখানে এই কথা শুনিল, সে, সেইখানে শিরে করাঘাত পূর্ব্বক “হা হতোস্মি” বলিয়া বিলাপ করিতে ও ঊর্দ্ধশ্বাসে আলুথালুবেশে রাজভবনাভিমুখে ধাবিত হইল এবং ঘনশ্বাসে পুনঃ পুনঃ কহিতে লাগিল, হায়! বিধাতা কি করিলেন, কি শুনাইতে কি শুনাইলেন, এবং কি দেখাইতে কি দেখাইলেন। কোথায় রামচন্দ্রকে সিংহাসনস্থ দেখিয়া মন প্রাণ জুড়াইব, না হইয়া, রাম বনগমন করিতেছেন, তাহাই দেখিতে হইল। হা আমাদের জীবনে ধিক্! আমরা অদ্যাবধি অযোধ্যাপুরী পরিত্যাগ করিলাম। আর এ রাজ্যে থাকিব না। রামচন্দ্র যেখানে যাইবেন, সেইখানে

যাইব। কেকয়ী এবং কেকয়ীপুত্র শূন্য-ভবনে রাজত্ব করুন, বলিয়া আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা রাম-সহ বনগমনে উদ্যত হইয়া একে একে রাজ-ভবন দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল।

অনন্তর পুরবৃদ্ধ রমণীগণ কেকয়ীসন্নিধানে গিয়া কহিলেন। অয়ি কেকয়নন্দিনি! আমরা এ কি কথা শুনিতেছি; তুমি নাকি মহারাজের নিকট রামচন্দ্রের বনবাস বর প্রার্থনা করিয়াছ? হা ধিক্‌জীবনি! শাখাস্থিত হইয়া মূলচ্ছেদ করিতেছ, ভূতলে পতিতা হইবার শঙ্কা কর না? গৃহময় অগ্নি দিয়া সুখে শয়ান রহিতে অভিলাষিণী হইয়াছ? সুধাস্বাদে বিষাদিনী হইয়া বিষ-ভক্ষণে আহ্লাদিনী হইতেছ? কিন্তু জ্ঞান না যে তদনলে ভস্মীভূত হইতে হইবে, হালাহলে প্রাণ সংহার করিবে। হা কুলকলঙ্কিনি! তুমি যে সর্ব্বক্ষণ কহিতে "ভরত রামাপেক্ষা আমার প্রিয় নহে" তবে আজি কি কারণে রামকে বনে দাও বল। আমরা জানিলাম, সে সকল তোমার মৌখিক স্নেহ, আন্তরিক নহে। হা মুখ-মধুর, হৃদয়-ক্রূর! তুমি কি কিছুই বুঝিতে

পার না? তুমি যে মানস করিয়াছ, তাহাতে যে তোমার সর্ব্বনাশ হইবে, অযোধ্যাপুরী অনাথ হইবে, জানিতে পারিতেছ না? তুমি মনে মনে চিন্তা করিয়া দেখ-দেখি; রামবিরহে রাজা কি জীবিত থাকিবেন, সীতা কি পতিসহ বাস পরিত্যাগ করিবেন, লক্ষ্মণ কি গৃহে রহিবেন, এবং ভরত কি রাজ্যভোগ করিবেন? অতএব কেকয়ি! এই দুরাশা ও দুর্ম্মন্ত্রণা হইতে নিবৃত্তা হও। সর্ব্বগুণালয়, সর্ব্বাশ্রয় রামধনকে বনে বিসর্জ্জন দিলে লোকে তোমাকে কি বলিবে একবার ভাব-দেখি। সুসন্তানকে বনে দিয়া কেন চির-কলঙ্কিনী হইবে, এজন্য আমরা যে উপদেশ দি, তৎকার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্তা হইয়া সুখে ও নিষ্কলঙ্কে কালহরণ কর। রামের রাজ্য বা ধনসম্পত্তি কিছুতেই লোভ নাই। না হয়; রাম গুরুগৃহে গিয়া বাস করুন, তথাচ বনবাস দিও না। তুমি রাজার নিকট এই দ্বিতীয় বর প্রার্থনা কর, বলিয়া নানাপ্রকার স্তুতি বিনতি করিতে লাগিলেন। কিন্তু কেকয়ী, তৎকালে ভাবি সুখাশায়—দৈববিড়ম্বনায় একেবারে হত-

জ্ঞানা হইয়াছিলেন, সুতরাং এই সকল হিত কথা তাঁহার শ্রুতিমূলে স্থান পাইল না।

অনন্তর রামচন্দ্র, মাতৃনিকটে উপস্থিত হইলে, কৌশল্যা তাঁহাকে ক্রোড়ে লইয়া সাদর-বচনে কহিতে লাগিলেন। বৎস! অভিষেকের সময় কখন্ অবধারিত হইয়াছে? যদি অধিক বেলা হয়, তবে ক্লেশ হইবে—চন্দ্রবদন মলিন হইবে। এই বেলা কিঞ্চিৎ ক্ষীর-নবনীত ভক্ষণ কর, বলিয়া গৃহ হইতে নবনীত আনিতে উদ্যতা হইতেছেন, এমত কালে রামচন্দ্র অমৃতায়মান বচনে বলিলেন। মা! যে স্থানে আমার সর্ব্বমত প্রকারেই কুশল হইবে, এমত যে আরণ্যরাজ্য তাহাই পিতা আমাকে প্রদান করিয়াছেন। এক্ষণে মুদিত-মনে আদেশ দান করুন।

কৌশল্যা কহিলেন, বৎস! কি বলিলে বুঝিতে পারিলাম না। রামচন্দ্র পুনর্ব্বার কহিলেন, মাতঃ! পিতা, ভ্রাতা ভরতকে রাজ্যদান এবং আমাকে চতুর্দ্দশ বৎসরের জন্য বনবাস প্রদান করিয়াছেন। তজ্জন্য কিয়দ্দিনের নিমিত্ত বি-

দায় প্রার্থনা করিতেছি। কৌশল্যা, এই কথা শ্রুতমাত্রে শীহরিয়া সাতিশয় বিষাদে বিকল-চিত্ত হইয়া কহিতে লাগিলেন। বাপু! এ কি কথা কহিলে? মহারাজ এক ক্ষণও তোমাকে নয়ন-পথের অন্তর করেন না, তুমি তাঁহার প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়তর। বিশেষতঃ রাজা রাজ্যদান জন্য শুভলগ্ন স্থির করিয়াছেন, তবে এক্ষণে কি অপরাধে বনে দিলেন? কেন এ দুর্ঘটন সঙ্ঘটন হইল? কে রাহুস্বরূপ হইয়া দিনকর-কুলগ্রাসে প্রবৃত্ত হইল? অযোধ্যাপুরী, অনাথ করিতে—উচ্ছন্ন দিতে উদ্যত হইল? আনন্দ-সাগর শোক-সলিলে পূর্ণ করিতে মনস্থ করিল, বল।

রাজ্ঞীর এই বাক্যে সচিবসুত সবিশেষ কারণ বিদিত করিলে, তিনি নীরব ও স্পন্দহীন হই-লেন। কিয়ৎক্ষণ বিলম্বে সম্বিৎ পাইয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন। হাঁ; কেকয়ী, স্বীয় স্বভা-বের উপযুক্ত কর্ম্মই করিয়াছে; সতিনীর বাদ সাধিয়াছে; কালস্বরূপিণী হইয়া মহারাজকে গ্রাসিয়াছে; এবং অযোধ্যাপুরে কৃশানু-স্বরূপা

হইয়া প্রবেশ-করিয়াছে। সমস্ত ভবন পোড়া-ইয়া ছার ক্ষার করিবে সন্দেহ নাই। ইহাতে তাহার কোন দোষ নাই; এ সকল আমাদের ভাগ্যের দোষ। হা বিধে! সকল মনোরথ বিফল করিলে? যদি এতই বাদ সাধিবে স্থির করিয়াছিলে, তবে কেন অগ্রে আমাদের প্রাণ লইলে না?। অতঃপর উপায় কি; যদি প্রাণ-ধন, রামধনে বনগমনে নিষেধ করি, তবে পতি-প্রতিকূলচারিণী ও সত্য-বিরোধিনী হইতে হয়। প্রবীণেরা কহেন, পতির অধর্ম্ম সঞ্চয় হইলে পত্নীকেও তাহার বিভাগ লইতে হয়। অতএব বৃথা মায়ায় মুগ্ধা হইয়া পতি-বাক্য বিফল করাইয়া পাপ-সঞ্চয়ে যত্নবতী হওয়া কোন ক্রমেই শ্রেয়স্কর নহে।

বুদ্ধিমতী কৌশল্যা এই স্থির করিয়া কহি-লেন, বৎস! তোমাকে বনগমন করিতে কি রাজা আজ্ঞা দিয়াছেন? না; তোমার বিমাতা কেকয়ীরও ইহাতে অনুমতি আছে? পুত্র! যদি কেবল রাজা আদেশ দিয়া থাকেন, তবে গর্ব্ভ-ধারণ-পোষণ জন্য জননীকে গরীয়সী বিবে-

চনায় মদ্বাক্যে গৃহে থাক। আর যদি তোমার পিতা ও কেকয়ী মাতা উভয়েই অনুমতি দিয়া থাকেন, তবে পাপভরা অযোধ্যাধরা ও দুর্ভাগ্য পুরজন পরিজনগণকে পরিহার পুরঃসর অবিলম্বে বনপ্রয়াণ কর। অরণ্য তোমার পক্ষে শত-অযোধ্যা সমান হইবে। বনদেব বনদেবী পিতা মাতা হইয়া সতত রক্ষা করিবে। বনবাসিগণ প্রিয়-পরিজন হইবে। খগ-মৃগগণ দাস হইয়া চরণ সরোরুহ সেবিবে। হাহা বৎস! তুমি যদি বনে চলিলে, আমাদিগকে পরিত্যাগ করিলে, তবে প্রাণ এখনও দেহকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছে না কেন? কি সুখে দেহে রহিয়াছে। হা কঠিন প্রাণ! তোমার প্রাণরূপ-রাম যে ঐ বনগমনে উদ্যত হইতেছেন, ইহা দেখিয়াও এখন নিস্পন্দ হইতেছ না? এই বলিয়া মূর্চ্ছাপন্ন হইলেন। পরে রাম, মাতার বদনে ও নয়নে শীতল বারি সেচনপূর্ব্বক মূর্চ্ছাপগম করিলেন এবং নানা প্রকার প্রবোধ বাক্যে বুঝাইতে লাগিলেন। মাতঃ! বিধির নির্ব্বন্ধ কেহ খণ্ডন করিতে পারে না। মনুষ্য সহস্র

প্রকার যত্ন করুক না কেন, কোনমতেই তাহা নিবারণে সমর্থ হইবে না। অতএব ধৈর্য্য ধারণ করুন। আমি ত্বরায় দেশে প্রত্যাগমন করিয়া আপনার মনোবেদনা দূর করিব।

রামচন্দ্র, মাতার সহিত এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন, এমত কালে সীতা, রামের বনগমন বার্ত্তা শুনিয়া বারিহীন মীন-সম—আতপ তাপিত অতসী-কুসুম-সম, দীন ও মলিন হইয়া কৌশল্যা নিকটে আসিয়া কাতরস্বরে দীনবচনে বলিলেন। দেবি! জীবননাথ বনগমন করিতেছেন, অতএব তৎসঙ্গে কি আমার তনু-প্রাণ গমন করিবে? কি কেবল প্রাণ একাকী যাইবে?।

রাজ্ঞী, সীতার এইরূপ বাক্য শুনিয়া শোক-সন্তপ্ত-হৃদয়ে বাষ্পাকুল-লোচনে গদগদ বচনে রামচন্দ্রকে কহিলেন। বৎস! সীতাও তোমার সহগামিনী হইতে একান্ত অভিলাষিণী হইয়াছে। কিন্তু সীতা, সুধাকর-কিরণও সহ্য করিতে পারে না, কিরূপে রবিকর-কর-সহন করিবে? কোল বা কিরাত-কিশোরী নহে, তা-

পসী নহে, যে বনে বিহরণ করিতে পারিবে। চিত্র লিখিত কপিচ্ছবি দৃষ্টে যে ভয়-ব্যাকুলা হইয়া থাকে সে কিরূপে সিংহ ব্যাঘ্র সমাকুল ভয়-সঙ্কুল বনে বাস করিবে? অতএব বৎস! সীতা গৃহে থাকিলে ভাবি-বিপদাশঙ্কার অবসান হয়—আমাদের জীবন ধারণের উপায় হয়। এক্ষণে যাহা কর্ত্তব্য কর, এই কথা বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

রামচন্দ্র, মাতার এই বাক্য শুনিয়া সীতাকে সম্বোধিয়া কহিলেন, প্রিয়ে! এ সময়ে এত উতলা ও ব্যাকুলা হওয়া উচিত নয়। আমি পিতৃবাক্য প্রতিপালন করিয়া শীঘ্রই দেশে ফিরিয়া আসিব। তুমি এক্ষণে যদি আমাদের মঙ্গল চাহ, তবে গৃহে থাকিয়া গুরুজন ও পরিজনের পরিচর্য্যা কর। বিশেষতঃ মা যখন আমার শোকে কাতরা ও অধীরা হইবেন, তখন তুমি তাঁহাকে প্রবোধ-বাক্যে সান্ত্বনা করিবে। সেবা শুশ্রূষায় রতা হইবে। তোমার পক্ষে ইহাই পরম ধর্ম্ম এবং কর্ত্তব্য কর্ম্ম জানিবে। তুমি যদি প্রেমবশবর্ত্তী হইয়া ইহার

অন্যথাচরণ কর, তবে পরিণামে ক্লেশ পাইবে। আর কানন অতি কঠিন ভয়ঙ্কর স্থান, তথায় নানাবিধ কুশ, কণ্টক, কঙ্কর দ্বারা পথ প্রাবৃত থাকাতে সহজেই অগম্য; তাহাতে আবার নদ-নদী ও গিরিগহ্বর উপত্যকাদি, স্থানে স্থানে প্রাদুর্ভূত হওয়াতে বীরপুরুষগণেরও একান্ত দুরারোহ হইয়াছে। প্রিয়ে! তোমার মৃদুমঞ্জুল চরণ-কমল কিরূপে তদারোহণে যোগ্য হইবে? বিশেষতঃ করী, কেশরী, ব্যাঘ্র, ভল্লূক প্রভৃতি হিংস্র জন্তুগণ ভয়ানক গর্জ্জন করিয়া বনে বিচ-রণ করে। সেই ভীষণ গর্জ্জন শুনিলে ও তাহাদিগকে দেখিলে কলেবর কম্পিত হয়—হৃদয়ের শোণিত শুষ্ক হয়। করাল-ব্যাল, বৃহদায়তন বদন ব্যাদান করিয়া রহিয়াছে, তাহাদের নিশ্বাস পবন দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া কত শত প্রাণী উহাদের উদরে প্রবেশ করে। নিশাতে নিশাচর নিশাচরী কপটবেশে ভয়ঙ্করা-কারে নর-নারী ধরিয়া ভক্ষণ করিবার আশয়ে ভ্রমণ করিয়া থাকে। প্রিয়ে! এমত ভয়ানক কাননে কিরূপে বাস করিবে; কিরূপে ভূমি শয়ন

ও বল্‌কল বসন পরিধান করিবে এবং কিরূপেই বা অসুলভ ও অসময়লব্ধ কন্দ, মূল, ফল ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করিবে বল, প্রাণাধিকে! বিপিন-বিপত্তি বর্ণনা করিয়া শেষ করিতে পারা যায় না। এক্ষণে তুমি আমার কথা রাখ, গৃহে থাক, কোনমতে মতান্তর করিও না।

সীতা, রামচন্দ্রের এই বাক্য শুনিয়া করুণস্বরে সজলনয়নে কহিলেন নাথ! যে সকল উপদেশ দিলেন, তাহা সম্পূর্ণরূপে শুভপ্রদ, সন্দেহ নাই। ঐ সকল হিতবাক্য অবহেলন করা কোনরূপেই শ্রেয়ঃ নয়, উচিতও নয়। ফলতঃ আমি মনে মনে বিবেচনা করিয়া দেখিলাম, যে পতিবিয়োগ সম দুঃখ জগতে আর নাই। পতিবিহীনা রমণীর ভোগ রোগসম, ভূষণ ভারসম, মাতা, পিতা, ভগিনী, ভাই প্রভৃতি সুহৃদ সমুদয় যম-যাতনাসম হয়—সুরপুর নরক সমান হয়। নাথ! তব সুন্দরবদনারবিন্দের আঘ্রাণ পাইলে কাননে আমার কোন দুঃখই দুঃখ বলিয়া বোধ হইবে না। তদীয় ভুজাশ্রয়ে থাকিলে কি সুর,

নর, গর্ব্বন্ধ; কি যক্ষ, রাক্ষস; কোন পামরেই ক্লেশ দিতে পারিবে না। আর খগ মৃগ পরিজন, নগর-বন এবং বল্‌কল বিমলতুকূল ও পর্ণশালাকে সুখমূল বলিয়া জ্ঞান করিব। কন্দ মূল ফল অমৃতময় বোধে ভক্ষণ করিব। তাহাও না পাইলে জীবনাহারে জীবন যাপন করিব। তদভাবে তদীয় পাদপদ্মে প্রাণসমর্পণ করিব, তথাচ বিরহ যাতনা সহ্য করিতে পারিব না। নাথ! আমাকে সঙ্গিনী করিতে কৃপাশূন্য হইবেন না, বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

রাম, সীতাকে এইরূপ কাতরা দেখিয়া কহিলেন, প্রিয়ে! আর কাঁদিতে হইবে না, সঙ্গে আইস। তোমার ভাগ্যে দুঃখ আছে, কে ঘুচাইবে, বিধাতার ভবিতব্যতা কে খণ্ডাইবে। এই বলিয়া পত্নী সমভিব্যাহারে বন-গমন করিতে উদ্যত হইতেছেন, এমত কালে লক্ষ্মণ, রাম-সীতার বন-গমন বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া অতিমাত্র শোকে অধৈর্য্য হইয়া রাম নিকটে আসিয়া, যেন উন্মত্তের ন্যায়, চেতনহীন দণ্ডের ন্যায়, তাঁহার চরণে নিপতিত হইলেন।

রামচন্দ্র, লক্ষ্মণের এতাদৃশ অবস্থা দৃষ্টে কাতরস্বরে কহিলেন, ভ্রাতঃ! উঠ, উঠ, তুমি ধীর ও গম্ভীরস্বভাব হইয়া এক্ষণে সামান্য শোকে অধীর হইতেছ? জ্ঞান হারাইতেছ? বিধির বিচিত্র গতি কি বিদিত নহ?। এই জগতীতলে মানবদেহ ধারণ করিয়া কোন ব্যক্তিই নিত্যসুখে কালযাপন করিতে সমর্থ হয় না। দগ্ধবিধি, কখন কোন দীনহীন মূঢ়-জনকে ধনরত্নে সমন্বিত করিয়া রাজপদে সন্নি-বেশিত করিয়া দিতেছে; কখন বা মহাগৌরবা-ন্বিত রাজচক্রবর্ত্তীকে রাজ্যধন পরিভ্রষ্ট করা-ইয়া পথের ভিক্ষারি করিতেছে এবং প্রতিক্ষ-ণেই জগতীয় পদার্থ মাত্রেরি রূপান্তর করিয়া স্বীয় চঞ্চল স্বভাবের পরিচয় দিতেছে। এই জগতের এইরূপ পরিবর্ত্তসহ স্বভাব বিবেচনায় উপস্থিত বিপদে তোমার শোকাকুল হওয়া উচিত নহে। ভ্রাতঃ! মূঢ়েরা যেমন জগতের কার্য্যকারণভাব অনবগত প্রযুক্ত শোক-মোহে অভিভুত হয়, তুমিও কি তাহাদিগের ন্যায় হইলে? এই বলিয়া তাঁহাকে উঠাইয়া লইয়া

গাঢ় আলিঙ্গন প্রদানপূর্ব্বক কহিলেন। ভ্রাতঃ! পিতা মম শোকে নিতান্ত কাতর হইয়া অচৈতন্যাবস্থায় পতিত আছেন। বিশেষতঃ ভবনে ভরত শত্রুঘ্ন নাই। পিতাকে প্রবোধ দেয় এমত কেহই নাই। একারণ আমি অনুমতি দিতেছি, তুমি গৃহে থাকিয়া গুরু, পিতা, মাতা ও পরিজনের এবং যাবৎ পর্য্যন্ত ভরত না আইসেন তাবৎ পর্য্যন্ত প্রজাগণের প্রতিপালন কর।

লক্ষ্মণ, অঞ্জলিবদ্ধ হইয়া কহিলেন, প্রভো! আমি আপনকার স্নেহদ্বারা প্রতিপালিত হইয়াছি। প্রীতি, প্রতীতি, ভক্তি প্রভৃতি সকলই আপনাতে স্থাপিত করিয়াছি। আপনি ভিন্ন কিছুই বিদিত নহি। ধর্ম্মনীতি ও দণ্ডনীতি কাহাকে বলে জ্ঞাত নহি, কিরূপে রাজ্যশাসন ও প্রজাপালন করিব, বলিয়া রামের মুখপানে চাহিয়া নয়ননীরে ভাসিতে লাগিলেন।

রাম, লক্ষ্মণকে শোকাকুল দেখিয়া কহিলেন, ভ্রাতঃ! যদি একান্তই সঙ্গে যাইবে, তবে শীঘ্র সুমিত্রা মাতার অনুমতি লইয়া আইস। এত-

দ্বাক্যে তিনি পরম হর্ষিত হইয়া মাতার নিকটে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সুমিত্রা, পূর্ব্বেই এই গৃহ-বিচ্ছেদের সমাচার পাইয়াছিলেন, এক্ষণে পুত্রের আকার দেখিয়াই বুঝিতে পারিলেন, যে তিনি রামচন্দ্রের সহ বনগমন করিতে অভিলাষী হইয়াছেন। মনে মনে এইটী চিন্তা করিয়া কহিলেন, বৎস! তোমারই সুকৃত ফলে রাম আমার বনে যাইতেছেন। তুমি সকল প্রকার বিকার পরিহার পূর্ব্বক রাম সীতার সেবার জন্য সানন্দমনে তৎসহ বন গমন কর, বলিয়া পুত্রকে কোলে লইয়া পুনঃ পুনঃ মুখচুম্বন করিতে ও কাঁদিতে লাগিলেন।

তদনন্তর লক্ষ্মণ মাতাকে প্রবোধিয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাতপূর্ব্বক তাঁহার স্থানে বিদায় লইয়া রামনিকটে গিয়া উপস্থিত হইলেন। রামচন্দ্র, সীতা ও লক্ষ্মণ সহ পুনর্ব্বার পিতৃসন্নিধানে আসিয়া প্রণাম করত করযোড়ে নিবেদিলেন। তাত! এক্ষণে আমাদের প্রতি অনুমতি হইলে বন গমন করি। রাজা, শোক-বিহ্বল বিধায় কিছুই উত্তর দিতে পারিলেন না দেখিয়া,

কেকয়ী গৃহ হইতে তাপসযোগ্য পট, ভূষণ, ভাজন আনয়ন করিয়া রামচন্দ্রকে সম্বোধিয়া কহিলেন। বৎস! মহারাজ তোমাকে স্বমুখে কিছুই বলিতে পারিবেন না। এক্ষণে এই তাপসবেশ পরিধান করিয়া বনগমন কর, বলিয়া ঐ সকল বেশ ভূষা প্রদান করিলে, রামচন্দ্র অক্ষুব্ধহৃদয়ে ও অম্লানবদনে তৎসমুদায় পরিগ্রহ পূর্ব্বক পরিজন ও গুরুজনদিগকে যথাযোগ্য রূপে অভ্যর্থনা করিয়া অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইলেন।

তদনন্তর রামচন্দ্র, তপস্বিবেশে রাজসভায় আসিয়া বশিষ্ঠকে সম্বোধিয়া কহিলেন। ভগবন্! এই ত বিষম-বিঘটন উপস্থিত। এক্ষণে আপনার কৃপা কটাক্ষ বিতরণ না হইলে কোনমতেই আমাদের মঙ্গল দেখি না। প্রভো! কাণ্ডারিবিহীন তরি হইলে যেরূপ তরণির দুর্গতি হয়, সেইরূপ রাজহীন রাজ্য হইলে প্রজাগণের দুরবস্থা ঘটিয়া থাকে সন্দেহ নাই। পিতা মম শোকে অজ্ঞানাভিভূত হইয়া আছেন। মন্ত্রিগণ হতবুদ্ধি হইয়াছেন, লক্ষ্মণ সঙ্গে চলি-

লেন, এবং ভরত শত্রুঘ্নও ভবনে নাই। পরি-
জন ও প্রজাগণের তত্ত্বাবধান লয় এমন একটী
লোক নাই। অতএব আপনি কিয়দ্দিনের
জন্য পৌরজনের তত্ত্বাবধানের ভার গ্রহণ
করুন, বলিয়া রাজ্যপদ গুরুপদে সমর্পিলেন।
পরে করযোড়ে পুরবাসিগণকে সম্বোধিয়া পুনঃ
পুনঃ কহিতে লাগিলেন, হে পৌরবর্গ! যদি
আমার হিতেচ্ছু হও, তবে মহারাজ যাহাতে
সুখী হন এবং মাতৃগণ যাহাতে ক্লেশ না পান,
এমত করিও বলিয়া বন প্রতি প্রয়াণ করিলেন।

ইতি প্রথমখণ্ড সমাপ্ত।

শুদ্ধিপত্র।

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠে	পংক্তি
বশবর্ত্তি	বশবর্ত্তী	১০	৫
আজ্ঞানুবর্ত্তি	আজ্ঞানুবর্ত্তী	১১	৫
বিচ্ছেদ	বিচ্ছেদ	২৪	২০
ভৃগুনাথ মুনিবর!	ভৃগুনাথ!	৩৯	১১
বন্দীগণকে	বন্দীগণকে	৪৮	১২
সারথে?	সারথে!	৫২	১৩
হয়,	হয়	৫২	১৪
বৎস্যগণ	বৎসগণ	৬৬	৬
জলদের	জলদের	৮৪	১৮